চমক ভরা
ধনতেরাস
৩ থেকে ১৪ নভেম্বর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 29 October, 2020 ■ আগরতলা, ২৯ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ১২ কার্ত্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শুক্রবার কোজাগরী লক্ষ্মীপুজা। রাজধানী আগরতলায় মূর্তি বিকিকিনি শুরু বুধবার থেকেই। ছবি নিজস্ব।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় জঙ্গি দমনে মায়ানমার সেনার ‘অপারেশন সানরাইজ-৩’

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উগ্রপন্থীদের দমন করতে মায়ানমার সেনা শুরু করেছে ‘অপারেশন সানরাইজ-৩’। মায়ানমারের ভূমিতে ভারতের উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলি সক্রিয়। তাদের সেই পথ বন্ধ করার লক্ষ্যেই ওই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মূলত কেন্দ্রীয় বিদেশ সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রীংলা ও ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারভানের দু-দিনের মায়ানমার সফরের দরুন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ওই সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারে বহু সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ঘাঁটি গেড়েছে। সেখান থেকেই তারা ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পরিচালনা করে চলেছে। মায়ানমারের গোপন ঘাঁটি থেকে ন্যাশনালিস্ট সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগালিম-এর খাপলাং (এনএসসিএন-কে) জঙ্গি গোষ্ঠী পরিচালিত হচ্ছে।

চলতি মাসে কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব এবং ভারতীয় সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারভানে দু-দিনের মায়ানমার সফরে গিয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে মায়ানমারের সাহায্যের প্রত্যাশায় তাঁদের ওই সফর ছিল। প্রত্যাশা মতোই দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। সূত্রের খবর, জঙ্গি বিরোধী অভিযানে মায়ানমার সেনা ভারতকে সমস্ত ধরনের সহায়তায় প্রস্তুত থাকবে বলে আশ্বস্ত করেছিল। সেই লক্ষ্যে অপারেশন সানরাইজ-৩ চালু করেছে মায়ানমার সেনা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে মায়ানমারের সীমান্ত ঘেঁষা রাজ্যগুলিতেও ওই অপারেশন চালানো হবে। সাগাইং অঞ্চলে মায়ানমার সেনা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি গোষ্ঠীর খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালাবে। এমন-কি মণিপুর নদীর পূর্ব দিকেও একই অভিযান জারি রাখবে মায়ানমার সেনা।

গত মে মাসে মায়ানমার সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত ২২ জন উগ্রপন্থীকে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, সন্ত্রাসবাদ দমনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজোরামে করোনাক্রান্তে প্রথম মৃত্যু

আইজল, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : মিজোরামে করোনা আক্রান্তে প্রথম মৃত্যু হয়েছে। ৬২ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি ১০ দিন করোনা-র সাথে যুদ্ধ করে আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ওই মৃত্যুর ঘটনায় দেশে এমন কোন রাজ্য রইল না যেখানে করোনাক্রান্ত মারা যাননি।

আজ দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে মিজোরামের জোরাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেডরপুর-র বাসিন্দা লালসাঙ্খুমা করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। চিকিৎসক-রা জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি অন্য রোগে আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর তাকে গত ১৮ অক্টোবর আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছিল।

মিজোরাম-র তথ্য দফতর আজ এক টুইট বার্তায় জানিয়েছে, রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রথম এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বয়স ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্ত্রী পরকীয়ার পরিণতি, দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ অক্টোবর।। স্ত্রী-র বিরুদ্ধে স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠেছে। পরকীয়া সম্পর্কের এই পরিণতি বলে এলাকাবাসী দাবি করেছেন। পুলিশ মৃতের পরিবার এবং এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে স্ত্রী-কে গ্রেফতার করেছে। এলাকাবাসী মৃতের শ্বশুর ও শাশুড়িকেও গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর ভৌমিকপাড়ায় সংগঠিত ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

দীপঙ্কর ভৌমিককে তার স্ত্রী অনামিকা শর্মা ভৌমিক খুন করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার রাতে দীপঙ্করকে ঘরের মধ্যেই অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা হাঁপানিয়ায় ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনায় মৃতের মা জানিয়েছেন, প্রায় পুত্রবধূ অনামিকা তাঁর ছেলেকে মারধর করতেন। বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া প্রায় লেগেই থাকত। পুত্রবধূর হাতে তাঁর ছেলে একাধিকবার প্রহৃত হয়েছেন। মৃতের মা অভিযোগ করে বলেন, তাঁর পুত্রবধূ দুবার স্বামীর মাথা ফাটিয়েছেন এবং একবার দাঁত ভেঙে দিয়েছেন। গতকাল রাতেও তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। তখন তাঁর দীপঙ্করকে অনামিকা খুন করেছে। এখন মৃত্যুর কারণ নিয়ে নাটক করছেন, পুত্রবধূ অনামিকার বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ এনেছেন সদ্য পুত্রহারা মা।

একই অভিযোগ এনেছেন এলাকাবাসীও। জনৈক প্রতিবেশী মহিলা বলেন, ভালোবেসে তারা বিয়ে করেছিল। তাদের চার বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত। ঝগড়া হলেই স্বামী দীপঙ্করকে প্রচণ্ড মারধর করত তার স্ত্রী। তাতে মৃতের শ্বশুর-শাশুড়িও ইন্ধন দিতেন বলে ওই মহিলা অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, গতকাল রাতে চিৎকার শুনে আমরা ছুটে গিয়ে দেখি দীপঙ্কর খাটে শুয়ে রয়েছেন। তার গলায় ফাঁস লাগানোর চিহ্ন ছিল। তার অবস্থা দেখে সকলে মিলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, দীপঙ্করের স্ত্রী তাকে খুন করে এখন ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এই ঘটনায় প্রতিবেশী আরেক মহিলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় প্রেমিকের গায়ে অ্যাসিড ছুঁড়ল প্রেমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। খোয়াই মহাকুমার পদ্মবিল ব্লক এলাকার বেল ছড়ায় ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় প্রেমিকের গায়ে এসিড নিক্ষেপ করে প্রেমিককে গুরুতরভাবে জখম করেছে প্রেমিকা। এসিড নিক্ষেপে ক্ষতবিক্ষত প্রেমিক সৌমেন সাঁওতাল বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।এ ব্যাপারে খোয়াই থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

খোয়াই থানার পুলিশ অভিযুক্ত প্রেমিকাকে গ্রেপ্তার করেছে।বুধবার তাকে খোয়াই জেলা আদালতে সোপর্দ করা হলে জেলা আদালত থেকে তাকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে খোয়াইয়ের পদ্মবিল ব্লক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মা হলেন প্রেমিকা পলাতক প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেমিকাকে গর্ভবতী করে পরবর্তী সময়ে অস্বীকার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লংকা কান্ড সংঘটিত হয়েছে খোয়াই থানা এলাকার পূর্ব গণকি এলাকায়। তাদের মধ্যে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠায় কুমারেমা এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে। অভিযুক্ত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ দাস। বাড়ি জিরানিয়া। প্রতারক প্রেমিকের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছে প্রেমিকা।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের সূত্র ধরেই তাদের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রসেনজিৎ দাস নামে ওই যুবক যুবতীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক বিবাদের জেরে গায়ে আগুন দিল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ অক্টোবর।। পারিবারিক কলহের জের ধরে ৩৭ বছর বয়সি এক যুবক গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। ঘটনা বুধবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমা ঘাটের জারিলং পাড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়।

পরে স্বামী সমির দেবনাথ বাড়ির নির্জনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজ ঘরেই কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগায়। বাড়ির অন্যান্য লোকজন রা বাড়িতে এসে ঘরের ভেতরে আগুন জ্বলতে দেখে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে। পরে এলাকাবাসীরা প্রাথমিকভাবে সমির দেবনাথের শরীরে আগুন নিভিয়ে ফেলে এবং তেলিয়ামুড়া স্থিত দমকল কর্মীদের খবর দেয়।

পরবর্তী সময় দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ যুবক সমির দেবনাথকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে আহত যুবক সমির দেবনাথের শরীরের ৫০ শতাংশ পুড়ে যায়। পরে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক অগ্নিদগ্ধ সমির দেবনাথকে জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয় উন্নত চিকিৎসার জন্য।

মহিলা সংগীত শিল্পীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার এক যুবক

আগরতলা, ২৮ অক্টোবর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় মহিলা সংগীত শিল্পীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। পুলিশ ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত যুবককে আটক করেছে। দশমীর রাতে নিশ্চিন্তপুর সীমান্ত এলাকায় ওই সংগীত শিল্পীর শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। আমতলি থানার পুলিশ নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৪-এ(১), ৩৫৪-বি এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু করেছে।

এ-বিষয়ে আমতলি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অশ্বিনী মার্কেট বিদ্যাসাগর পল্লি এলাকার বাসিন্দা মহিলা সংগীত শিল্পীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত একই এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিত বর্মণকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। পুলিশের বক্তব্য, ওই ঘটনায় নির্যাতিতা অভিযোগ জানাতে সম্মত ছিলেন না। তাকে অনেক বোঝানোর পর তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা নথিভুক্ত করে সঞ্জিত বর্মণকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, দশমীর রাতে নিশ্চিন্তপুরের কাছাকাছি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় তাঁর সাথে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে। কী ঘটেছিল তা তদন্তেই বেরিয়ে আসবে।

প্রসঙ্গত, রাতের বেলায় এক যুবতী এবং এক যুবককে কয়েকজন যুবক ঘেরাও করে অশালীন আচরণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে ওই যুবতী তার সাথে যুবককে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য দোষারোপ করতেও শুনা গেছে। বেশ কয়েকজন যুবক মিলে রাতের বেলায় এক যুবতী ও তার সঙ্গী যুবককে চরম হেনস্তার ভিডিও ভাইরাল হতেই ত্রিপুরায় প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ওই নির্যাতিতা যুবতী একজন সংগীত শিল্পী বলে পরিচিতি মিলেছে। তাঁর বাবাও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিল্পী মহল থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ সামাজিক যোগাযোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত ৪ নভেম্বর রাজ্যে আসছেন

আগরতলা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.)।। ত্রিপুরা সফরে আসছেন ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত ড় রন মলকা। আগামী ৪ নভেম্বর তিনি ত্রিপুরা সফরে আসবেন। এমনটাই সূচি নির্ধারিত হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ত্রিপুরায় এসে তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং ত্রিপুরা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করবেন। মূলত, কৃষি বিষয়ক আলোচনা করবেন তিনি। কারণ, বিশ্বে কৃষিক্ষেত্রে ইজরায়েলের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। ত্রিপুরাও চাইছে কৃষি ক্ষেত্রে রাজ্য সয়ম্ভর হয়ে উঠুক। ফলে, ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিশেষ বিদেশী বিনিয়োগের সম্ভাবনা-কে বাস্তবায়নেও জোর দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেয়ারি শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে রাজ্যে চালু গোধন প্রকল্পের

আগরতলা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.)।। দুগ্ধ এবং দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে ত্রিপুরাকে স্বয়ম্ভর করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। কারণ, শুধুমাত্র দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাতীয় দ্রব্যের আমদানিতে রাজ্যের বিপুলপরিমাণ অর্থ বহির্রাজ্যে চলে যাচ্ছে। দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে রাজ্যের মানুষের কাছে এই অর্থ ধরে রাখতে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে একথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পে গবাদি পশুর কৃত্রিম প্রজননে লিঙ্গ নির্ধারিত বীর্যের প্রয়োগ করা হবে।

এদিন তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প রাজ্যের ৫টি জেলা যথাক্রমে পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহীজলা, খয়োই, গোমতী এবং ধলাই জেলায় রূপায়ণ করা হবে। ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ এই তিনটি অর্থবছরে এই প্রকল্পটি রূপায়িত হবে। ১ লক্ষ ৫৬ হাজার গাভীর মধ্যে সেক্সড সিমেন টেকনোলেজি প্রয়োগ করা হবে। এজন্য ৩ লক্ষ ১২ হাজার ডোজ প্রয়োজন হবে। প্রতিটি ডোজের মূল্য ৫১৯ টাকা। তার মধ্যে সুবিধাভোগীদের মাত্র ৫০ টাকা দিতে হবে। বাকি টাকা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ভর্তুকি দেবে। এই প্রকল্প বাবদ ব্যয় হবে ১৬ কোটি ১৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা। তিনি বলেন, কৃত্রিম প্রজননে লিঙ্গ নির্ধারিত বীর্যের ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রী বাছুর উৎপাদনের হার ৯০ শতাংশের অধিক হতে পারে। তাঁর দাবি, এটি একটি অন্যতম যুগান্তকারী প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে একদিকে দুধের চাহিদা যেমন মেটানো সম্ভব হবে অন্যদিকে উদ্বৃত্ত দুধ বিক্রি করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হবে। একই সাথে রান্নার কাজেও গোবর গ্যাস ব্যবহার করা যাবে। পরবর্তীতে সেই গোবর মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে যা জৈব চাষাবাদের ক্ষেত্রে উপযোগী হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে একদিকে রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নত হবে অন্যদিকে ডেয়ারি শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে। গ্রামীণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুনের মামলায় গ্রেফতার মন্দিরের দুই সাধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। শৈলতীর্থ ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্রের মন্দির সংলগ্ন এলাকায় নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনায় জড়িত দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো মন্দিরের ২ সাধু। উল্লেখ্য মঙ্গলবার ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্রে মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে বীর সিং নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। নিহত ব্যক্তির শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল।

চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাশহর থানার ওসি এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ পুলিশ এবং আনসার বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য তৎপরতা শুরু হয়। ঘটনার তদন্তের জন্য ডগ স্কোয়াড এবং ফরেনসিক টিম কেউ সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে মন্দিরের ২ সাধুএ ঘটনায় জড়িত রয়েছে। এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিমা নিবঞ্জনকে ঘিরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। বিশালগড়ে প্রতিমা নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে পৃথক দুটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল বুধবার। সংঘর্ষের ঘটনায় কমপক্ষে কুড়ি জন রক্তাক্ত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে মহিলাও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশালগড়ের বাতচেপা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মধ্যলক্ষ্মীবিল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই দুটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আগে ও পরে প্রতিমা নিরঞ্জন নিয়ে হয় ঝামেলা। তাছাড়া এই হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ক্লাব চত্বর থেকে ছড়িয়ে আশেপাশের বাড়িঘরেও পৌঁছে। নারী পুরুষ অনেকেই আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় হাপানিয়াস্থিত টিএমসিতে রেফার করা হয়।

গৃহবধূকে হত্যার জন্য মুখে বিষ দিল স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। কুমারঘাট থানা এলাকার বেত ছড়া গাও সভার৫ নং ওয়ার্ডে স্কুল টিলাএলাকায় এক মহিলাকে তার স্বামী বেধড়ক মারধর করে বিষ খাইয়ে অচৈতন্য অবস্থায় অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে দিয়ে যায়। বুধবার সকালে পথচারীরা জমিতে অর্থ মৃত অবস্থায় মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখে কুমারঘাট থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানদের খবর দেন।

খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে পৌঁছল অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মহিলার জ্ঞান ফিরে আসলে ঘটনা বিস্তারিত ভাবে জানায় ওই মহিলা।

মহিলার জবানবন্দিতে জানা গেছে পারিবারিক কলহের জেরে তার স্বামী তাকে মঙ্গলবার গভীর রাতে প্রচণ্ড মারধর করে মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে দিয়ে গেছে।ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিহারে শুরু মহারণ, করোনা আবহে গণতন্ত্রের উৎসব, ১০৬৬ জন প্রার্থীর ভাগ্য ইভিএম বন্দী

পাটনা, ২৮ অক্টোবর (হি.স.)।। বিহারে শুরু হয়ে গেল গণতন্ত্রের উৎসব। বুধবার সকাল সাতটা থেকে বিহারে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। প্রথম দফায় বিহারের ১৬টি জেলার ৭১টি আসনে ১,০৬৬ জন প্রার্থীদের ভাগ্য ইভিএমবন্দি হল। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে করোনাবিধি মেনেই সুষ্ঠু ভাবে ভোটার আয়োজন করেছে নির্বাচন কমিশন। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে প্রতিটি পোলিং বুথ স্যানিটাইজড করা হয়েছে। বুথের সংখ্যা যেমন বাড়ানো হয়েছে, তেমনই মেয়াদ বেড়েছে ভোটগ্রহণের সময়সীমারও।

ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে বিহারের জনগণকে গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হওয়ার অনুরোধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিটি মানুষকে গণতন্ত্রের উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও। সকাল সকল নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। লখিসরাইয়ের একটি বুথে ভোট দিয়েছেন গিরিরাজ সিং। করোনাভাইরাসের কথা মাথায় রেখে, পোলিং বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতি ভোটারদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা হয়। মুঙ্গেরের জেলাশাসক রাজেশ মীনা জানিয়েছেন, ”সমস্ত বুথে ভোট দেওয়ার জন্য সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পোলিং বুথের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে।” ইভিএম-এ ত্রুটির কারণে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই ভোটদান বন্ধ হয়ে যায় জেহানাবাদের ১৭০ নম্বর পোলিং বুথে। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই ঔরাঙ্গাবাদ জেলার ঢিবরা এলাকা থেকে দু”টি আইইডি উদ্ধার করে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, পরে ওই বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করা হয়।

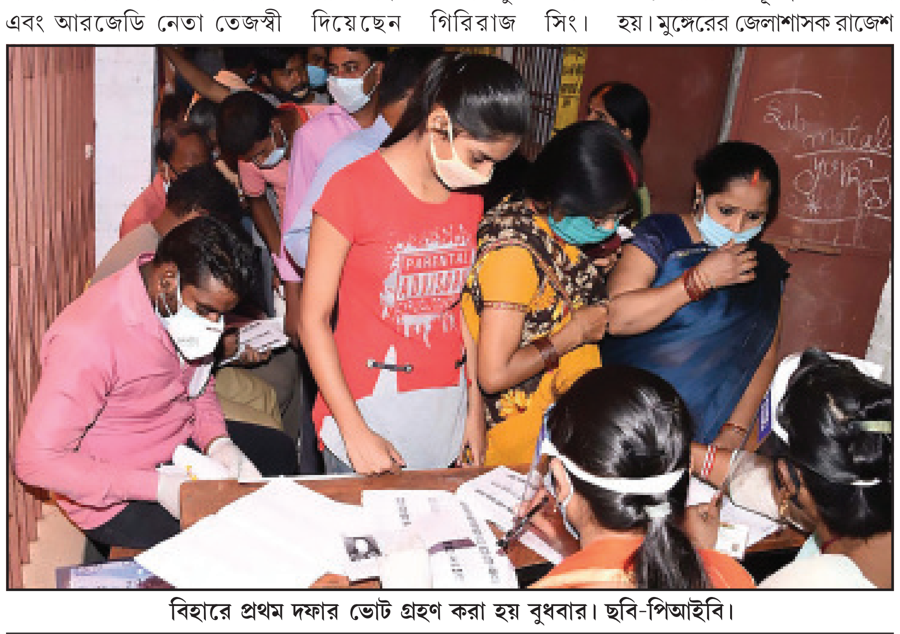

বিহারে প্রথম দফার ভোট গ্রহণ করা হয় বুধবার। ছবি-পিআইবি।

প্রথম দফার ভোটে ভাগ্য পরীক্ষা হবে মোট ১,০৬৬ জন প্রার্থীর। তাঁদের মধ্যে ৯৫২ জন পুরুষ এবং ১১৪ জন মহিলা প্রার্থী। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রায় ২.১৫ কোটি ভোটার নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ২.১৫ কোটির মধ্যে ১.১২ কোটি পুরুষ, ১.০১ কোটি মহিলা এবং ৫৯৯ জন তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণে বিকেল পাঁচটা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ২৪ ◻ ২৯ অক্টোবর ২০২০ ইং ◻ ১২ কার্তিক ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আন লক ফাইভ

কেন্দ্রীয় সরকার আন লক ফাইভ পর্যায়ে স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছে রাজ্যগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে স্কুল খোলার বিষয়ে। স্বাভাবিক কারণেই স্কুল খোলার বিষয়ে রাজ্যগুলিতে এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। আজ হোক বা কাল, ধীরে ধীরে সব স্কুল খুলিবেই। সংক্রমণের ভয় এবং আগেকার প্রাত্যহিক রুটিনে ফিরিয়া আসা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকিলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং পরিবারবর্গ মিলিয়া তাঁহাদের গ্রাম বা গোষ্ঠীর স্কুলগুলিকে কী ভাবে সুষ্ঠু এবং নিরাপদ উপায়ে প্রাত্যহিক ছন্দে ফেরানো যায়, সেই ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন। সরকারের নির্দেশাবলি কার্যকর হইলেও কী ভাবে একের পর এক পদক্ষেপ করা যায়, সে ব্যাপারে স্থানীয় লোকেদের উপর নির্ভর করাই সমীচীন, কারণ স্থানীয় সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁহারাই বেশি অবহিত। এই পর্যায় অনেকটাই নির্ভর করিবে স্থানীয় লোকজনের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের উপর। অর্থাৎ, তাঁহারাই যে তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের ভালমন্দ বিচার করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, এই বোধ থাকা দরকার।

সামগ্রিক ভাবে স্কুলে ফেরার উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। সকলেই চায় পুরো ঘটনাটা যেন হয় সম্পূর্ণ ভাবে নিরাপদ। স্কুল পুরো চালু হইয়া গেলে আমাদের জীবনে যে স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসিবে সেটা আর কোনও ভাবে সম্ভব নয়। এই স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া আনার সুযোগ হইল স্কুল খোলার প্রক্রিয়া শুরু করা ধীরে ধীরে। সরকারি স্কুলগুলি প্রায়শই কেন্দ্রীভূত বা 'সেন্ট্রালাইজড' পদ্ধতিতে কাজ করে। প্রাইভেট স্কুলগুলির পদ্ধতি অন্য রকম। দুই ক্ষেত্রেই স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বপূর্ণ এবং সমবেত সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্ব খুবই বড় হইয়া দেখা দেবে। যদি ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকশিক্ষিকারা নিরাপদ বোধ না করেন, তাহা হইলে কেউই স্কুলে আসিবে না। স্কুলগুলির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি সব রকম স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আগাইয়া আসিতে হইবে। সচরাচর যাঁহারা পঠনপাঠন প্রক্রিয়ার বাইরে থাকেন, যেমন অভিভাবকরা, তাঁহাদের মতামতও নিতে হইবে। ঠিক ভাবে করা হলে স্কুল খোলার ফলে গোষ্ঠী, সমাজ বা পাড়ার সকলে কাছাকাছি আসিবে।ধীরে ধীরে স্কুল খোলার প্রক্রিয়ার আরও একটা সুবিধা আছে। স্বাভাবিক সময়ে সব স্কুল একই সঙ্গে খোলে। যেমন পুজোর ছুটি বা গরমের ছুটির পর যে দিন স্কুল খোলে, সে দিন রাজ্য জুড়ে সমস্ত ছেলেমেয়ে তাহাদের স্কুলের পোশাক পরে স্কুল ব্যাগ নিয়ে স্কুলে রওনা দেয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা না করে যদি ধাপে ধাপে করা যায়, যাকে বলা যাইতেপারে প্রস্তুতি পর্ব, সেটা এক মাস বা তার বেশি পর্যন্ত টানা যাইতে পারে, যখন ছেলেমেয়েরা এবং বাড়ির লোকেরা প্রস্তুত হওয়ার সময় পাইবেন, যাকে বলা যাইতে পারে ওয়ার্ম-আপ পিরিয়ড।

স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতির এই প্রক্রিয়া এই রকম ভাবে প্ল্যান করা যেতে পারে যাতে এত দিন পরে শিক্ষকরা প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। যদি সকলে একই সঙ্গে না এসে ছাত্রছাত্রীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আসে, ক্লাস অনুযায়ী অথবা একই ক্লাসের মধ্যে ভাগ ভাগ করে, তা হলে যে কোনও সময়ে স্কুলে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা হবে কম।

এখন স্কুল খুলিবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা দেখুন কোন শিশুর অবস্থান কোথায়, পড়াশোনার দিক দিয়ে এবং সার্বিক ভাবে। স্কুলের সঙ্গে আবার যুক্ত হওয়া এবং নতুন করে প্রাথমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করার গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁহাদের ঠিক ভাবে বুঝাইয়া দিলে এই পর্যায়ে বাবা-মায়েরাও সাহায্য করিতে পারেন। এক বার স্কুল চালু এবং উপস্থিতি স্বাভাবিক হইয়া গেলে সরকার থেকেও একটি ১০০ দিনের কর্মসূচি নেওয়া উচিত। স্কুল খোলার পর, অন্তত গ্রামের স্কুলগুলিতে এই প্রথম ১০০ দিনে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম সরিয়ে রেখে, কেবল প্রাথমিক ভিত্তি গঠন করার দিকে নজর দেওয়া দরকার। উদ্দেশ্যে হইবে, যাতে তৃতীয় শ্রেণির ও তার উপরের ছাত্রছাত্রীরা বই থেকে পড়ে যেতে পারে এবং নির্ভয়ে অঙ্ক কষতে পারে। এটা যদি আমরা করিতে পারি, তাহাদের ভিত্তি মজবুত হইবে। শিক্ষক এবং অভিভাবকেরাও নিশ্চিন্ত মনে তাহাদের উচ্চশিক্ষার পথে পাঠাইতে পারিবেন।স্কুল খোলার পর আমরা ঠিকঠাক পদক্ষেপ করিতে পারিলে দেখা যাইবে অভিশাপের বদলে কোভিড আসলে আশীর্বাদ হইয়া দেখা দিবে। করোনা আবহের দুয়াই দিয়া চিরদিন দেশের শিক্ষাঙ্গন গুলি বন্ধ করিয়া রাখা কোনভাবেই সম্ভব হইবে না। সরকারের পাশাপাশি এসব বিষয়ে অভিভাবকদেরকে যথাযথ ভূমিকা পালন করিতে হইবে। একমাত্র সার্বিক প্রয়াস ভয়ঙ্কর করোনা সংক্রমনের হাত হইতে শিক্ষাঙ্গনকে উত্তরণের পথ দেখাইতে পারে।

ওদলাবাড়িতে বাইক ও মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত এক মহিলা সহ চারজন

ওদলাবাড়ি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়ি হিন্দি হাই স্কুলের সামনে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে বাইক ও মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক মহিলা সহ মোট চারজন আহত হল। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইক এবং মারুতি ভ্যান নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শী এক যুবক জানিয়েছেন, মহিলা আরোহী সহ দ্রুতগতির বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারুতি ভ্যানের সামনে গিয়ে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে বাইক আরোহী দুজন ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। মারুতি ভ্যানের চারজন আরোহীর মধ্যে চালক এবং এক আরোহীরও গুরুতর চোট লেগেছে। সংঘর্ষের পর স্থানীয়রাই আহতদের দ্রুত ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পৌঁছে দেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর গুরুতর জখম এক মহিলা সহ তিনজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাঁদমারি এলাকার বাইক আরোহী গৌতম কুজুর (৪৫), প্রতিমা ওরাও(২১) ছাড়াও শাইলি বাজার এলাকার রহমত আলি (২৪) এবং দীপক লামা(৩০) রয়েছেন। মারুতি ভ্যানের পেছনের সিটে আরও দুজনকে চাপিয়ে রহমত আলি এবং দীপক লামারা শাইলি থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মাল থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

একদিনে রাজ্যে সুস্থ ও সংক্রমিত প্রায় সম সংখ্যক মানুষ

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর পর রাজ্যে খানিকটা কমেছে দৈনিক সংক্রমণের হার। বুধবার গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে সুস্থ ও সংক্রমিত হয়েছেন প্রায় সমান সংখ্যক মানুষ। গত একদিনে রাজ্যে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৯২৪ জন। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৯২৫ জন। পাশাপাশি গত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে সুস্থতার হার। বুধবার স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৮৭.৯০ শতাংশ।

অন্যদিকে রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬০ জনের। এদিকে ফের বেড়েছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.১৭শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। বুধবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭হাজার ১১১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৬১ হাজার ৭০৩ জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৩ লাখ ১৭ হাজার ৯২৮জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৬৬৬৪জনের।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯১ জন। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮হাজার ৫৮৩টি।

নর্মদার কোলে ... অমরকণ্টক

অন্তরা ঘোষ

আপনি কি একইসাথে ধার্মিক এবং প্রকৃতিপ্রেমিক? তাহলে বলব অআপনি অবশ্যই প্রাচীন তীর্থভূমি অমরকণ্টক ঘুরে আসুন। মধ্যপ্রদেশের অনুপপুর জেলার বৃন্ধা সাতপুর তার মৈকাল এই তিনটি পর্বতের মিলনস্থলে শৈল শহর অমরকন্টক অবস্থিত।৩৫০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত অমরকন্টক থেকেই উৎপত্তি হয়েছে নর্মদা, শোন, ভদ্রাও জোহিলা নদীর। নর্মদা নদীর বিশেষত্ব হচ্ছে যে ভারতবর্ষে বড় বড় নদীর মধ্যে একমাত্র নর্মদা নদী পশ্চিম বাহিনী। বাকি সব নদী পূর্ব বাহিনী। অমরকণ্টককে ভালোভাবে জানতে ও চিনতে গেলে অবশ্যই পড়ুন ঈশ্বর শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রীর অমরকন্টক নিয়ে লেখা 'তপোভূমি নর্মদা'।

ফেব্রুয়ারির এক শীতের সকালে আমরা চার বন্ধু ছত্রিশগড়ে রায়পুর থেকে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অমরকন্টকে র উদ্দেশ্যে। গাড়িতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার জার্নি। সাতটায় বেরিয়ে সাড়ে এগারোটা নাদাগ পৌঁছে গেলাম। মাঝখানে একটা ছোট ক্যান্টিনে কিছু জলযোগ সেরে নিয়েছিলাম। অচানকমার রিজার্ভ ফরেস্টের বর্ডার পেরিয়ে পেনড্রা রোড ধরে অমরকণ্টক পৌঁছালাম। পেনড্রা রোজ থেকে অমরকন্টক যাওয়ার পথে চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ বনানির দৃশ্য চোখ ও মন ভরিয়ে দিচ্ছিল। যত আমরা অমরকন্টক দিকে এগোচ্ছি ততই শীতের কামড় অনুভ করছি। শীতের আমেজ ও অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শরীর মন বেশ ফুরফুরে করে তুলেছে। দুই দিনের এই অমরকন্টকে হোটেল আগেই বুক করে রেখেছিলাম। হোটেল সর্বদায় বিশ্রাম গৃহ অমরকন্টকের বেশ জনপ্রিয় হোটেল। হোটেল থেকেই গাড়ি বুক করলাম অমরকণ্টক ঘোরার জন্য। গাইড কাম ড্রাইভার বলল অমরকন্টকের মোটামোটি দশটা ট্যুরিস্ট স্পট ঘোরাবে আমাদের। দু'দিনের এই অতি মনোরম ট্যুরিস্ট স্পটগুলো দেখে মন ভরে গেল আমাদের। সেই ট্যুরিস্ট স্পটগুলোই ছোট্ট করে জানাই আপনাদের।

মা নর্মদার উদ্গম মন্দির- প্রবেশ তোরণ পেরিয়ে ভেতরে অনেকটা পাথর বাঁধানো জায়গা। আর তার চারিদিকে অসংখ্য সাদা রংয়ের ছোট বড় মন্দির, মাঝখানে নর্মদা কুণ্ড। এই কুণ্ডকেই বলা হচ্ছে নর্মদা নদীর উগ্‌ম স্থল। ছোট বড় মিলিয়ে এখানে প্রায় ২৬টি মতো মন্দির আছে। নর্মদা কুণ্ডের উফর রয়েছে নর্মদা মন্দির যেখানে মা নর্মদার কালো কষ্টি পাথরের মূর্তি রয়েছে। কুণ্ডের জলে স্নান করা মানা। টলটলে পরিষ্কার জলে চারপাশের মন্দিরগুলোর প্রতিচ্ছবি পড়ে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে মন্দির চত্বরকে। নর্মদা মায়ের মন্দিরে ওঠার মুখে প্রাঙ্গণে একটা মন্দির চত্বরকে। নর্মদা মন্দিরে ওঠার মুখে প্রাঙ্গণে একটা প্রস্তর নির্মিত হাতি রয়েছে। সেই হাতির নিচে দিয়ে শুয়ে শুয়ে পেরিয়ে গিয়ে ভক্তগণ মন্দিরে যান। এইভাবে মা নর্মদাকে নতজানু হয়ে প্রণাম জানানো হয়। বলা হয়ে থাকে এই হাতির তলা দিয়ে যেতে পারলে পাপস্বলন হয়। সন্ধ্যাবেলা নর্মদা মায়ের আরতি দেখলে মন ভরে যাবে। এছাড়াও এখানে রয়েছে মহাদেবের জটাশংকর মন্দির। বলা হয়ে থাকে যে সরস্বতীর জলে তিনদিন, যমুনার জলে সাতদিন, আর গঙ্গার জলে একদিন স্নান করলে যে পুণ্য অর্জন হয় সেই পুণ্য অর্জন মা নর্মদাকে একবার দর্শন করলেই হয়।

কলচুরি রাজবংশের প্রাচীন মন্দির- নর্মদা মন্দির পরিসর থেকে বেরিয়ে একটু গিয়েই রয়েছে অমরকন্টকের ঐতিহাসিক মন্দিরসমূহ চোখে পড়বে। লাল পোড়ামাটির তৈরি এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয় অষ্টম শতাব্দীতে। এখানে রয়েছে সূর্য কুণ্ড, পাতালেশ্বর শিবমন্দির, কর্ণ মন্দির ও বেশকিছু শিব মন্দির। বাল হয়ে থাকে আদি শঙ্করাচর্য পাতালেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরের ভেতরে বেশ কিছু খাড়া সিঁড়ি নেমে একদম নিচে পাতালেশ্বর শিবলিঙ্গ বিরাজমান। বলা হয় শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার মেয়ে নর্মগা আসেন পিতাকে স্নান করাতে। সেইদিন জলের উচ্চতা বাড়তে থাকে ও শিবলিঙ্গ জলে ঢেকে যায়। কলচুরি রাজা কর্ণদেব একাদশ শতাব্দীতে কর্ণমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরগুলির স্থাপত্যকলা ও নির্মাণশৈলী আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

শ্রীযন্ত্র মন্দির- নর্মদার উদ্গম স্থল থেকে এক কিলোমিটার দূরে জঙ্গলের মাঝখানে একটি বিশেষ স্থানে এই শ্রীযন্ত মন্দির আছে যেটি এখনও নির্মাণের কাজ চলছে। গুরু শুকদেব আনন্দ মহারাজ ২৮ বছর আগে এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেছিলেন। এই মন্দিরে স্থাপত্য ভাস্কর্য ও আকৃতি অনেকটা তন্ত্রমন্ত্রের জন্য প্রসদ্ধি ৬৪ যোগিনী মন্দিরের মতো। মন্দিরের গর্ভগৃহে মা ত্রিপুরা দেবীর বিগ্রহ আছে। যেহেতু মন্দির নির্মাণ অসম্পূর্ণ তাই এখনও এই মন্দিরে পুজো শুরু হয়নি। অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করে মন্দিরে। পর্যটকরা এই মন্দিরের অদ্ভুত ও অতুলনীয় শিল্পকলা দেখতে ভিড় করেন।

শোনমুড়া- এটি হচ্ছে শোন নদীর উৎপত্তিস্থল। এখান থেকে ভদ্রা নদীরও উৎপত্তি হয়েছে। শোন ও ভদ্রা নদী কিছুদূর গিয়ে একসাথে মিশে গিয়ে শোনভদ্রা নদীর সৃষ্টি হয় যা বরমান হয়ে গঙ্গাতে গিয়ে মেশে। শোনমুড়া অমরকণ্টকের বেশ উঁচু স্থানে অবস্থিত। এখানে সানরাইজ পয়েন্ট আছে সেখান থেকে আপনি ভোরবেলায় সুর্যোদয় দেখার সাতে সাথে অমরকন্টকের পাহাড় ও জঙ্গলের দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্যও দেখতে পাবেন। এখানে এলে আপনার মনে হবে আপনি হিল স্টেশনে এসেছেন। তবে এখানে বানর থেকে একটু সাবধান থাকতে হবে। ওদের জন্য ছোলা বা বিস্কুট জাতীয় খাবার মজুত রাখতে হবে আপনাকে।

জালেশ্বরধাম শিব মন্দির নর্মদার উদ্গম স্থল থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের ভেতরে জালেশ্বর শিবলিঙ্গ আছে। এখানে অমরকন্টকের তৃতীয় নদী জোহিলা নদীর উৎপত্তিস্থল। পুরাণে এই স্থানকে মহারুদ্রমেরু বলা হয়। পুরানে বলা হয়ে থাকে ভগবান শিব পত্নী পাবর্তীর সাথে এই অঐতি রমণীয় স্থানে বসবাস করতেন। এখানেও সানরাইজ পয়েন্ট পাবেন।

মাই কি বাগিয়া- এই স্থানে মায়ের কিশোরী বেলার প্রথম ১৩ বছর কেটেছিল। মা নর্মদা এখানে ফুল, ফল সংগ্রহ করতে আসতেন। বলা হয়ে থাকে এই স্থানে গুলবুকাবলি নামে এক যুবতী মায়ের সখী ছিলেন। এই গুলবুকাবলি এখন আয়ুর্বেদিক পুষ্প রূপে এখানকার বাগানে পাওয়া যায়। মা নর্মদার মন্দিরের সাথে সাথে এখানে ভগবান শিভ ও উত্তরমুখী হনুমানের মন্দির আছে।

অমরশ্বের ধাম মন্দির - জালেশ্বর মন্দির থেকে ৫০০ মিটার দূরে অবস্থিত এই মন্দির এখন নির্মাণাধীন। এখানে বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গর দর্শন লাভ হবে আপনার। এছাড়াও আছে বিশালাকার শিবলিঙ্গ যার ওজন ৫১ টন। শিবলিঙ্গটি ১১ ফুট লম্বা গ্রানাইট পাথরের তৈরি। আপনাকে শিবের মাথায় জল ঢালতে গেলে শিবলিঙ্গের দুপাশে যে সিঁড়ি আছে সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে তবেই জল ঢালতে পারবেন।

শ্রী দিগম্বর মুনি জৈন মন্দির- এটি নর্মদা উদ্গম স্থল থেকে এক কিলোমিটার দূরে বেশ উঁচু জায়গার ওপর অবস্থিত। শ্রী সর্বোদায় আদিনাথ জৈন মন্দিরটির নির্মাণকার্য ১৯ বছর ধরে চলছে। এটি অনেকটা দিল্লির বিখ্যাত অক্ষরধাম মন্দিরের আদলে নির্মিত হচ্ছে। মন্দিরটির বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে কোন সিমেন্ট, বালির ব্যবহার নেই। প্রাচীনকালের নির্মাণশৈলীকে অনুসরণ করে মার্বেল পাথরে সাথে গুড়, গন্দ, কলাই ডাল ব্যবহার করা হচ্ছে। এর উঁচু পিলার, গম্বুজাকৃতি স্তম্ভের স্থাপত্যকলা দেখে আপনি মন্ত্রমুগ্ধ হবেনই। গর্ভগৃহের বিগ্রহ অষ্টধাতুর তৈরি যার নজরকাড়া সৌন্দর্য আপনাকে বিমোহিত করবে।

কপিলধারা- অমরকন্টক থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে ১০০ ফুট উঁচু থেকে মা নর্মদা প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ছে চিনে পাথরের উপর যা কপিলধারা জলপ্রপাত নামে পরিচিত। এই জলপ্রপাত হচ্ছে নর্মদার উদ্গম স্থলের পর প্রথম জলপ্রপাত। কপিলধারা জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখতে গেলে নিচে নামতে হবে। পর্যনটকরা এখানে ঝরনায় স্নান করে। এই স্থানেই কিছুটা দূরে আছে কপিল মুনির আশ্রম। বলা হয়ে থাকে এখান কপিলমুনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন। কপিলমুনির আত্মদর্শন হয়েছিলও উনি এখানে বসেই সাংখ্য দর্শন রচনা করেছিলেন। কপিলমুনির নাম অনুসারে এই ঝর্ণার নাম হয় কপিলধারা।

দুধধারা জলপ্রপাত- এই জলপ্রপাত কপিল ধারার মতো এত বড় নয়, তবে জঙ্গলে মাঝে এই জলপ্রপাতের অনির্বাচনীয় সৌন্দর্য আপনার নজর কাড়বেই। জলের রং দুধের মত সাদা হয় বলে এই জলপ্রপাতকে দুধধারা বলে। নিচ থেকে জলপ্রপাতটি দেখার আনন্দ নিতে গেলে অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হবে। পাথরের উফর দিয়ে বয়ে চলেছে প্রবহমান নর্মদা। পাশেই দুর্বাসা মুনির গুহা। গুহার ভিতরে দুর্বাসার প্রস্তর মূর্তি। আপনি গুহার ভেতরে ঢুকে একেবারে শেষ পর্যন্ত যেতে পারেন। তবে এখানেও কিন্তু বানরের উৎপাত ভালো রকম আছে। তাই একটু সাবধান থাকতে হবে।

দু'দিন ঘোরার পর এবার ফিরে যাওয়ার সময় এসে গেল। মনে হল দু'দিন যেন পৃথিবী থেকে দূরে কোনও স্বর্গরাজ্যে ছিলাম যেখানে কলকল করে বয়ে চলা নির্ঝরিনী, ঝরনা, আপন খেয়ালে বয়ে চলা প্রবহামান নদী, সবুজ বনানি, পাখির কলতান আর সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রম মনকে যেন জাগতিক পৃথিবী থেকে অনেক দূরে নিয়ে চলে যায়। এখানে নর্মদা শুধুমাত্র একটা নদী নয়.... এক প্রবহমান জীবনধারা। কখনও নর্মদা মুক্তিদায়িনী দেবী, কখনও নর্মদা আমাদের ঘরের মেয়ে। যুগ যুগ ঘরে মানুষ এরই কোলে আশ্রয় খুঁজে চলেছে। মানুষের ভক্তি, বিশ্বাস, ভালোবাসার পাত্রী হয়ে উঠেছে। মা নর্মদা। একবার গিয়ে কখনই আপনার মন ভরবে না। আপনাকে আবার আসতে হবে নর্মদার টানে।

কীভাবে যাবেন- হাওড়া থেকে বিলাসপুর আসার জন্য দূরপাল্লার অনেক ট্রেন আছে। বিলাসপুর থেকে অমরকণ্টক এক্সপ্রেস আপনাকে পেনড্রো রোডে নামিয়ে দেবে। এখান থেকে ৪০-৪৫ কিমি দূরে অমরকণ্টক। পেনড্রো রোডে প্রচুর গাড়ি পেয়ে যাবেন অরকন্টক নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কোথায় থাকবেন - এখানে থাকার জন্য ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকার মধ্যে প্রচুর হোটেল পেয়ে যাবেন। সর্বদয়া বিশ্রাম গৃহ, অমরকণ্টক হলিডে হোটেল, নর্মদা আনন্দধাম ইত্যাদি। এছাড়া ধর্মশালাও বিভিন্ন আশ্রমও আছে থাকার জন্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পাক বিরোধীদের সঙ্গে ভারতের কী সম্পর্ক

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

পাকিস্তান-বিরোধীদের ভারতের সঙ্গে কী কোনও সম্পর্ক রয়েছে? যদিও অন্য কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারত কখনও হস্তক্ষেপ করে না। তবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মন্ত্রিসভার সদস্য শিরিন মজারি অন্য কিছু মনে করেন। গত ২৬ অক্টোবর তিনি পাকিস্তানের সংসদে অভিযোগ এনেছিলেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের। আসলে পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দলগুলি মিলিত হয়ে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের (পিডিএম) গঠন করেছে। এই পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট ইমরান খান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে এবং ইমরানের ইস্তফার দাবি জানাচ্ছে। পাকিস্তানের মানবাধিকার মন্ত্রী শিরিন মজারি বলেছেন, যখন (অজিত দোভাল) দোভাল হুমকি দিচ্ছেন, তখন পিডিএম-এর কিছু নেতা বালুচিস্তানের স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছে এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ চাইছেন, পাকিস্তানি জানাতেই বিদ্রোহ হোক। এই ধরনের কথা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কী হতে পারে?

শিরিন মজারি টুইট করে লেখেন, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং পিডিএম-এর একই ধরনের কথা বলা কী কাকতালীয়? শিরিনের এই মন্তব্য এটাই জানান দিচ্ছে যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছে এবং এই পরিস্থিতি ইমরান খান সরকারের বিরুদ্ধে। সমগ্র পাকিস্তানে ইমরান খান সরকারের তীব্র বিরোধিতা করছে পিডিএম। এই পরিস্থিতির মধ্যে ভারতকে নিয়ে আসার নেপথ্যে মজারির উদ্দেশ্য হল, পাকিস্তান বিরোধীদের পাশাপাশি ভারতকেও বদনাম করা। আসলে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের একটি বয়ানে, শত্রু দেশের ঘুম চলে গিয়েছে। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে একটি কার্যক্রমে দোভাল বলেছিলেন, কারও ইচ্ছায় নয়, নিজ প্রয়োজনে ও বিপদ বুঝে যুদ্ধ করবে ভারত। বিজয়া দশমীতে অজিত দোভাল বলেছেন, ''যেখান থেকে আমাদের ঝুঁকি রয়েছে, সেখানেই আমরা লড়ব। আমরা যুদ্ধ তো করব, আমাদের ভূখণ্ডেও করতে পারি এবং বাইরেও করব।'' দোভালের এই মন্তব্য পাকিস্তানি শাসকদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার পাকিস্তানের পেশোয়ার শহরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছে। বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং প্রচার মানুষ আহত হয়েছেন। রিমোট কন্টোলের মাধ্যমে বিস্ফোরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং বিস্ফোরক দেশীয় ছিল বলে জানা যাচ্ছে। ওই হামলায় পাক পুলিশকে নিশানা করা হয়েছিল।

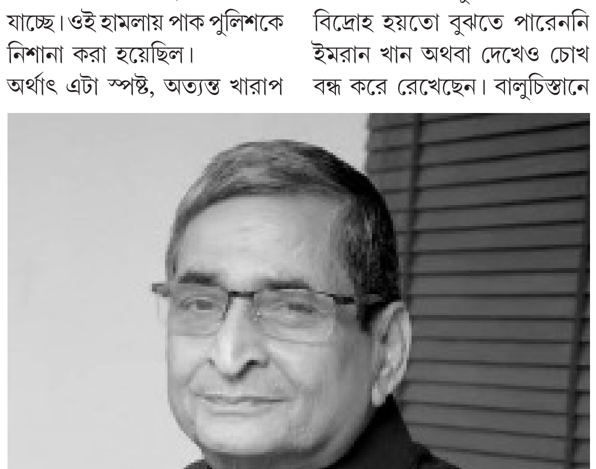

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট, অত্যন্ত খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। একদিকে কোভিড-১৯ এবং অপরদিকে পিডিএম-এর আন্দোলন। পিডিএম-এর একজন বড় নেতার বালুচিস্তানে স্বাধীনতার দাবি জানানো কোনও ভাবেই সামান্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। বালুচিস্তান প্রদেশে বিদ্রোহ হয়তো বুঝতে পারেননি ইমরান খান অথবা দেখেও চোখ বন্ধ করে রেখেছেন। বালুচিস্তানে বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি নামক একটি সংগঠন যেনতেন প্রকারেণ পাকিস্তান থেকে বালুচিস্তানকে পৃথক করতে চাইছে। সেখানকার জনগণও তাঁদের পাশে রয়েছেন। তাঁরা এখন হিংসাত্মক পথ বেঁচে নিয়েছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মিই কয়েক সপ্তাহ আগে করাচি স্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিংয়ে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছিল। ওই হামলায় প্রায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেখানে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছিল হামলাকারীরা। তখন থেকেই নির্লজ্জতার সঙ্গে ইমরান খান দাবি করছেন, করাচি হামলায় ভারতের হাত রয়েছে। এখন তাঁর একজন মন্ত্রীও নিজেদের দেশের বিরোধী এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইছেন। ইমরান খান তো বিরোধী দলগুলির সংহতিকে হামলা করে তাঁদের 'ডাকাতদের ঐক্য' হিসাবে অভিহিত করছেন। ইমরান খান সরকার যথেচ্ছ হুমকি দিচ্ছে বিরোধীদের। কিন্তু, সরকারের হুমকি সত্ত্বেও মোটেও ভয় পাচ্ছে না বিরোধীরা, বরং সরকারের উপর হামলা দিন দিন ক্রমশই বাড়ছে।

ইমরান খান সবথেকে বেশি আক্রমণ করছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে। নওয়াজ শরিফকে পাকিস্তানের পুতুলরা ভারতের প্রিয় আখ্যা দিয়ে থাকে। এর অন্যতম কারণ হল, ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার জন্য পারভেজ মুশারফকে দায়ী করেছিলেন নওয়াজ। ইমরান খান এটাও বলেছিলেন, ২০০৮ সালের হামলা নাকি ভারত নিজেই করিয়েছিল। ইমরান কতটা নির্লজ্জ বুঝে নিন। মুম্বইয়ে ভয়াবহ ওই সন্ত্রাসী হামলার পর ১২ বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পাকিস্তান এখনও পর্যন্ত হামলাকারীদের সাজা পর্যন্ত দিতে পারেনি। তবে সেখানে হামলায় অভিযুক্তদের নামমাত্র মামলা চলছে। ইমরান খানকে প্রশ্ন করা উচিত, যদি মুম্বই হামলা ভারত করিয়ে থাকে, তাহলে পাকিস্তানে কেন মামলা চলছে? ইমরান খান যেহেতু সত্যের পাশে দাঁড়ান না, তাই হয়তো বালুচিস্তানের পরিস্থিতি তিনি বুঝতে পারছেন না। সেখানে বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি খুঁজে খুঁজে পাকিস্তানি পাঞ্জাবিদের হত্যা করছে। এখন প্রশ্ন হল, বালুচিস্তানকেই কেন নিশানা করা হচ্ছে? এটাও কী ভারত করেছে? পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির নিরিখে মনে করা হচ্ছে, খুব শীঘ্রই পাক সেনা ইমরান খান সরকারকে উৎখাত করবে। পাকিস্তানে এখনও সেনার আধিপত্য কায়েম রয়েছে। জনগণকে বোকা বানানোর জন্য ইমরান খানকে পুতুল প্রধানমন্ত্রী করেছিল সেখানকার সেনা। আপাতত একটি বিষয় মানতেই হবে, পাকিস্তানের পরিস্থিতি দিন দিন যত খারাপ হবে, মজারি অথবা সরকারের অন্য কেউ ভারতকেই দোষারোপ করবে।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

চিনের প্ররোচনায় মিজোরাম ও মেঘালয়ে হিংসাত্মক কার্যকলাপ, দুই রাজ্যে শীঘ্র রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি প্রদীপের

শিলচর (অসম), ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : মিজোরাম ও মেঘালয়ে ইদানীংকালে লাগামছাড়া হিংসাত্মক ঘটনাবলি ও সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের মাত্রা বেড়েছে। ওই দুই রাজ্যে বাঙালিদের প্রচণ্ড হেনস্তা ও নিগ্রহের শিকার হতে হচ্ছে। কোনও অবস্থাতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না অসম এবং কেন্দ্রীয় সরকার। মিজোরাম ও মেঘালয়ে হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রবণতা এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে রাজ্য দুটিতে শান্তি ফেরানোর যাবতীয় প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। তাই অসমের প্রতিবেশী দুই রাজ্যের সামগ্রিক পরিবেশ স্বাভাবিক এবং শান্তি ফেরাতে শীঘ্রই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

তিনি বলেন, কাছাড়ের অসম-মিজোরাম সীমান্তের ধলাখাল ৯৯০ নম্বর বাংলা মধ্যমের স্কুল বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে মিজো দুর্বৃত্তরা। ওই ঘটনার পেছনে বিদেশী শক্তির মদত রয়েছে। সেই শক্তির উৎস হচ্ছে চিন। প্রদীপ দত্তরায় বলেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি চিনের কু-দৃষ্টি বরাবরের। চিন সর্বদা ওত পেতে রয়েছে ভারতকে আক্রমণ করার জন্য। চিনের মূল টার্গেট হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দখল করে তাদের রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করা।

এদিকে মিজোরাম এবং মেঘালয়ে বিজেপির মিত্রজোট সরকার থাকার জন্য চিনের অভিসন্ধিকে কার্যত কেন্দ্র ও অসম সরকার তেমন গুরুত্ব দিতে চাইছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন প্রদীপ। তিনি বলেন, ভারত সরকারের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে চিন মেঘালয় ও মিজোরামে বিভিন্নভাবে তাদের কূটনৈতিক অভিসন্ধি চালিয়ে গোপনে ভারতের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ শুরু করেছে। তাই দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠে ওই দুই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে বলে মনে করেন প্রদীপ দত্তরায়।

প্রদীপ বলেন, ওই দুই রাজ্যে মিজো ও খাসি জনগণের চরম হিংসাত্মক কার্যকলাপের ব্যাপারে নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসমের প্রভাবশালী মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও নীরব ভূমিকা পালন করছেন।

খাসি স্টুডেন্টসইউনিয়ন দুঃসাহসিকভাবে শিলঙে বাঙালির বিরুদ্ধে লিখেছে মেঘালয়ে বসবাসকারী প্রত্যেক বাঙালি বাংলাদেশি! অথচ বাঙালিরা ১৯৩০ সালের আগে থেকে মেঘালয় এবং মিজোরামে বসবাস করে আসছেন। বাঙালি বিরোধী মনোভাবে লাগাতার সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক ঘটনাবলির সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মিজোরা মূলত ভারতীয়ই নয় এবং নিজেরা কোনওদিনই নিজেদের ভারতীয় বলে মনেও করে না। তারা মূলত কম্বোডিয়া থেকে মায়ানমার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। মিজোরামের পাশে বার্মা বর্ডার। তার পর সেখান থেকে থাইল্যান্ড। সেখান থেকে কম্বোডিয়া। সুতরাং মিজো এবং খাসিরা কোনওদিনই নিজেদের ভারতীয় বলে মনে করেন না। এছাড়া চিনের গুপ্তচররা ইতিমধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। তাদের গুপ্তচররা মিজোরাম ও মেঘালয়ে বিচরণ করে ভারত বিরোধী কার্যকলাপকে উসকে দিচ্ছে।

এই প্রেক্ষাপট তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবিলম্বে মেঘালয় এবং মিজোরামে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন প্রাক্তন ছাত্র নেতা তথা গৌহাটি হাইকোর্টের আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

নতুন কৃষি আইন নিয়ে জনমানসে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দলীয় কর্মীদের আহ্বান করলেন জগত প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.): নতুন কৃষি আইন নিয়ে অপপ্রচার করে কৃষকদের বিভ্রান্ত করার জন্য নাম না করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

বুধবার বিজেপি সভাপতি জানিয়েছেন, পাঞ্জাবের কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থের জন্য কৃষকদের বিভ্রান্ত করে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপির কর্তব্য জনগণকে সঠিক তথ্য তুলে ধরা। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে পঞ্জাবের রাজ্য বিজেপির কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে জগত প্রকাশ জানিয়েছেন যে নতুন কৃষি আইন সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে বিজেপি কর্মীদের। জনগণের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাদেরকে। এমনকি কৃষক সংগঠনগুলির সঙ্গেও আলোচনায় বসতে হবে কার্যকর্তাদের। সেই বৈঠকে প্রকৃত সত্যটা সামনে আনতে হবে।

নাম না করে রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে জগত প্রকাশ জানিয়েছেন, দেশে কিছু নেতা গজিয়েছে যারা নিজেদের কৃষক নেতা হিসেবে প্রমাণ করতে তৎপর। কিন্তু কৃষকদের হিতসাধনের জন্য তারা কোনদিন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। কৃষকদের ভাগ্য এবং ছবি বদলানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর জন্য আমরা গর্বিত। প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। সেই স্বাধীনতার বলে কৃষকরা ভারতবর্ষের যেকোনো প্রান্তে নিজেদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারবেন। বিশ্ববাজারে মান্ডিগুলিতে ফসলের দাম কত তা জানতে পারবেন কৃষকরা। ক্ষেত নিয়ে কোনো রকমের কন্ট্রাক্ট হবে না। শুধুমাত্র উৎপাদিত ফসলের ওপরই কন্ট্রাক্ট হবে।

করোনা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে ভারতের ট্যুরিস্ট ভিসা

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ২৮।।করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির ওপর ভারতের ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর বিষয়টি নির্ভর করছে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কে দোরাইস্বামী। তিনি বলেন, ট্যুরিস্ট ভিসার অনেক চাহিদা রয়েছে। মানুষ ভারতে যেতে চাচ্ছে, কিন্তু ট্যুরিস্ট ভিসা চালুর বিষয়টি দু-দেশের করোনা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) সকাল পৌনে ৯টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার বাবল চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ফাইটের উদ্বোধনকালে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। বিক্রম কে দোরাইস্বামী বলেন, বর্তমানে প্রতিদিন হাজার খানেক ভিসার আবেদন পড়ছে। এ সংখ্যা আরও বাড়ছে প্রতিদিন। সব স্টাফদের ভারত থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, এয়ার বাবল ফাইটের মাধ্যমে প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাত হাজার মানুষ ভারতে যাতায়াত করতে পারেন। পর্যটক ছাড়া সব ভিসা খোলা রয়েছে। বাংলাদেশিরা চিকিৎসাসেবা গ্রহণসহ নানা কাজে ভারত ভ্রমণ করতে পারেন।

বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপরে (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস এম মার্শাল মফিদুর রহমান বলেন, দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে এয়ার বাবল চুক্তির অধীনে ফাইট চালু হলো। ভারতই প্রথমে আমাদের এয়ার বাবল চুক্তির অধীনে ফাইট চালুর আমন্ত্রণ জানায়। তারপরই আমরা কাজ শুরু করি। তিনি প্রথম দিনই ভারতে ফাইট চালু করায় ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সকে ধন্যবাদ জানান।

বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, ভারত আমাদের পরীতি বন্ধু। এ চুক্তির অধীনে করোনাকালীন সময়ে বন্ধ হওয়া ফাইট চালু হওয়ায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নতুন ধারা সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের আকাশ খুলে দেওয়ায় আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই। তিনি বলেন, যারা ভারতে যাচ্ছে, তারা যাতে নিরাপদে থাকতে পারে, তাই নীতিমালা যাত্রী বান্ধব। যাত্রীরা ভারতে গিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অন্য কোনো দেশে এয়ার বাবল চুক্তি চালুর কোনো পরিকল্পনা নেই।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ এইচ এম তৌহিদ উল আহসান ও ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এয়ার বাবল চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সপ্তাহে ৫৬টি ফাইট চলবে। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তিনটি এয়ারলাইন্স ভারতে সপ্তাহে ২৮টি ফাইট পরিচালনা করবে। আর ভারত থেকে পাঁচটি এয়ারলাইন্স সপ্তাহে ২৮টি ফাইট বাংলাদেশে পরিচালনা করবে। সপ্তাহে পাঁচ হাজার বাংলাদেশি ভারত যাওয়ার সুযোগ পাবেন। একই ভাবে সমান সংখ্যক যাত্রী ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার সুযোগ পাবে। বাংলাদেশ থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স ও নভোএয়ার ভারতে যাতায়াত করবে। আর ভারত থেকে এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো, স্পাইসজেট, ভিস্তারা ও গোএয়ার যাত্রী নিয়ে বাংলাদেশে আসবে।

করোনা মহামারি দেখা দিলে গত ১২ মার্চ থেকে আন্তর্জাতিক ফাইট বন্ধ করে দেয় ভারত। সম্প্রতি পর্যটন ছাড়া নয়টি ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশিদের অনলাইন ভিসা দেওয়ার ঘোষণা দেয় দেশটি।

উৎসব পরবর্তী করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক স্বাস্থ্যসচিবের

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা থেকে সুস্থ হওয়ার পরেও অনেক রোগীর ম্যৃ হচ্ছে। তা আটকাতেই এবার প্রশিক্ষণ দেবে আইএমএ।

উৎসব পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান নানা করোনা হাসপাতালের সুপার, চিকিৎসক ও জেলাশাসকদের সঙ্গে বুধবার বৈঠক করেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। আইএমএ রাজ্য শাখার সম্পাদক সাংসদ ডাঃ শান্তনু সেনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যসচিবকে জেলাভিত্তিক চিকিৎসকদের তালিকা তুলে দেন। আইএমএ-র তরফে ৩১ অক্টোবর প্রশিক্ষণ দেবে বিভিন্ন পরিবারের চিকিৎসকদের।

কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য, হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের একটা বড় অংশ আবার করোনা পরীক্ষা করাচ্ছেন না। আক্রান্তের পরিবারে একজনের কোভিড পজিটিভ হলে অন্যরা টেস্ট না করেই সংক্রমিতের প্রেসক্রিপশন দেখেই নিজেরা ওষুধ খাচ্ছেন। যাঁদের হাই ব্লাড সুগার বা কিডনিজনিত কো-মর্বিডিটি আছে তাঁরা অনেকে আচমকাই সংকটে পড়ছেন। শেষ মুহূর্তে হাসপাতালে গেলে ফুসফুসের ভয়ানক ক্ষতি হওয়ায় ভেন্টিলেশনে দিয়েও মৃত্যু আটকানো যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে মহা অষ্টমীর দিনে হিন্দুমহাজোট নেতার বস্ত্র বিতরণ

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ২৮।। দূর্গোৎসবের মহাঅষ্টমীতে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী-ধর্মানুরাগী, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সিনিয়র সহ-সভাপতি সুবাস সাহা ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার বড়নগরের নিজ বাড়িতে দিনব্যাপি আগত হাজার হাজার ভক্ত অনুরাগীদের মাঝে খাবার, নগদ অর্থ ও বস্ত্র বিতরণ করেছেন।

জানা গেছে,সুবাস সাহার নিজ বাড়িতে আয়োজিত পূজা মন্ডপে দূর্গোৎসব দেখতে আসেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো: আলিমুজ্জামান, সিনিয়র এএসপি (সার্কেল) মধুখালী মো: আনিসুজ্জামান,বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আমিনুর রহমান। সুবাস সাহা মহাঅষ্টমীতে এলাকার বিশিষ্টজন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সংবাদকর্মীদের নিমন্ত্রণ করেন।তিনি তাদের জন্য দুপুরের খাবার আয়োজন করেন। বস্ত্র বিতরণ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ড় যশোধা জীবন দেবনাথ, সিআইপি। এসময় উপস্থিত ছিলেন, আলফাডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ, বিশিষ্ট শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ উত্তম কুমার দেওয়ান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ হাবিবুল্লাহ খাঁন, ময়না ইউপি চেয়ারম্যান নাসির মোঃ সেলিম, চতুল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরীফ সেলিমুজ্জামান লিটু, সাতৈর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মজিবুর রহমান, কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য প্রশান্ত সাহা, সাবেক ছাত্র নেতা মো. রাহাদুল আক্তার তপন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আরিফুজ্জামান চাঁন, সাতৈর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ আকবর হোসেন আকুল, বিশিষ্ট আওয়ামীলীগ নেতা সৈয়দ সাইদুর রহমান সজল, বিশিষ্ট সমাজ সেবক ভবানী বিশ্বাস, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের বোয়ালমারী উপজেলা সভাপতি নির্মল কর্মকার, সাধারন সম্পাদক যদুনাথ মালো, হিন্দু মহাজোট নেতা বিপ্লব কুমার পাল, নারায়ন চন্দ্র দাস নারু, মিন্টু দাস, জীবন কুমার, কনাই লাল, আওয়ামীলীগ নেতা আবুল কাসেম প্রমূখ।

বস্ত্র বিতরণের সময় এক সংপ্তি বক্তব্যে হিন্দু মহাজোট নেতা বলেন,প্রতি বছর আমি অসহায় দুঃস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য, বস্ত্র, নগদ অর্থ প্রদান করে থাকি। এ বছর বিশ্ব ব্যাপি করোনা মহামারির

ভয়ংকর ছোবলের কারণে মন্দা অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেও দরিদ্র অসহায় মানুষের কষ্টের কথা বিবেচনা করে নগদ অর্থ, অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করছি। আমি আশা করি, দেশে যারা বিত্তবান রয়েছেন, তাঁরা দুঃস্থ মানুষের পাশে এসে দাড়াবেন, তাদের হাতে কিছু অর্থ-খাদ্য তুলে দেবেন। যাতে তারা অভূক্ত না থাকেন। সুবাস সাহা আরও বলেন, এবারের পূজায় বিশ্ব মানবের কল্যাণে, করোনা মুক্ত বিশ্ব কামনায় মায়ের নিকট বিশেষ প্রার্থণা করা হয়েছে।

যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বললেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ২৮।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ঐক্য অটুট রেখে পবিত্র সংবিধান ও মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রার জন্য দেশ ও বিদেশের যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।

তিনি বলেন, ‘পবিত্র সংবিধান এবং মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রায় ঐক্য অটুট রেখে দেশের ভেতরে ও বাইরে যেকোনো হুমকি মোকাবিলায় আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।’

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৮টি ইউনিট ও সংস্থার পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে তার বক্তব্য প্রদানকালে এ কথা বলেন। পটুয়াখালীর লেবুখালীর শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্টে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে তিনি তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক এবং জনগণের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে তাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে সেনা সদস্যদের প্রথম প্রয়োজন পেশাদারিত্ব এবং প্রশিণ এবং পেশাদারিত্বের এই কাঙি মানটি অর্জন করার জন্য আপনাদের সবাইকে পেশাগতভাবে দ হতে হবে, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সৎ ও মঙ্গলময় জীবন বজায় রাখতে হবে, তিনি বলেন। সেনাবাহিনীর সদস্যরা উচ্চ নেতৃত্বের ওপর বিশ্বাস, পারস্পরিক আস্থা, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা রাসহ সেনাবাহিনীর মূল চালিকা শক্তি বজায় রেখে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আন্তরিকভাবে কাজ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকার চায় যে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা মাতৃভূমির প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্যবোধ থেকে দেশ ও জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করুক।

সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়’ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই পররাষ্ট্রনীতির পুনরাবৃত্তি করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ কারও সাথে যুদ্ধ চায় না, বরং সবার সাথে বন্ধুত্ব চায়। তিনি বলেন,এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দিয়ে আমরা বাংলাদেশকে আর্থ-সামাজিকভাবে সমৃদ্ধ করতে চাই। তবে তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, যদি কোনো সময় বাংলাদেশে হামলা হয়, সরকার সেই হামলা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে চায়।

আমরা সেভাবে প্রস্তুত থাকতে চাই, আমরা শান্তি এবং বন্ধুত্ব চাই, আমরা শত্রুতা ও যুদ্ধ চাই না। কারণ আমরা ইতিমধ্যে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার সী হয়েছি, আমরা যুদ্ধের শিকার, আমরা এই ধরনের দ্বন্দ্বে ফের জড়াতে চাই না, বলেন তিনি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণভাবে সমৃদ্ধির পথে যেতে চায়। শেখ হাসিনা বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি সরকারের মূল ল্য এবং তারা সেই ল্য নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একুশ শতকের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় সকল পদপে নিয়েছে। েএত্র তিনি উল্লেখ করেন যে, সরকার জাতির পিতার প্রতিরা নীতি অনুসরণ করে ‘ফোর্স গোল ২০৩০’ বাস্তবায়ন করছে।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবিক সঙ্কট মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনের প্রশংসা করে তিনি সামনের দিনগুলোতে তাদের এ ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় সেনাবাহিনীর ভূমিকারও প্রশংসা করে বলেন, করোনাভাইরাস বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সেনাবাহিনীর সদস্যরা প্রশংসীত। তিনি বলেন, যে কোনো ব্যাটালিয়ন বা বাহিনীর কোনো ইউনিটের জাতীয় পতাকা পাওয়া সম্মানের ও গর্বের বিষয়। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ পটুয়াখালীর লেবুখালী শেখ হাসিনা ক্যান্টনমেন্ট থেকে এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে তিন নদীর মোহনায় নৌকাবাইচ

মনির হোসেন,ঢাকা,অক্টোবর ২৮।। বাংলাদেশের সাতীরার কালিগঞ্জে সীমান্ত নদী ইছামতি, কালিন্দী ও কাকশিয়ালীর মোহনায় গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ১৫টি নৌকা বাইচ দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

দুর্গাপূজা উপলে কালিগঞ্জের কামদেবপুর যুবমিলনী সংঘ এ প্রতিযোগিতার আয়োজনে করে। প্রতিযোগিতা দেখার জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয় তিন নদীর মোহনায়।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কামদেবপুর গ্রামের মোশারফ হোসেন মাঝির নৌকা চ্যাম্পিয়ন হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে একই এলাকার সিরাজুল ইসলাম মাঝি ও জামাল হোসেন মাঝি। শ্রেষ্ঠ মাঝি নির্বাচিত হন ডালিম হোসেন। এরপর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কারের গরু, ছাগল ও ভেঁড়া তুলে দেয়া হয়।

কালিগঞ্জের ভাড়াশিমলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন কালিগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাষ্টার নরিম আলী মুন্সি, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান দিপালী রানি ঘোষসহ আরও অনেকে।

বিহার নিয়ে একযোগে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব রাহুল

পাটনা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.): বিহারে বাল্মীকি নগর জনসভা থেকে নজিরবিহীনভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন রাহুল গান্ধী। এবারের দশেরায় রাবণের বাদলে প্রধানমন্ত্রী ও আদানি এবং আম্বানিদের কুশপুতুল পোড়ানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাহুল।

এদিনের নির্বাচনী জনসভার থেকে রাহুল গান্ধী আরও জানিয়েছেন, ২০০৬ সালে নীতীশ কুমার বিহারের সঙ্গে যা করেছিল তা পঞ্জাব এবং হরিয়ানার সহ গোটা দেশের সঙ্গে করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে দেশের তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থানের কোন উল্লেখ নেই।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বিহারকে ধ্বংস করে ছেড়েছে।

এর ফলে কৃষকরা আর্থিক দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছে। কেন্দ্রের নতুন তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন যে এই তিনটি আইন দেশ এবং বিহারের কৃষকদের ওপর আক্রমণ হানা হয়েছে। এই আক্রমণ শস্য ক্ষেতের উপর করা। ২০০৬ সালে বিহারে যেভাবে মান্ডি এবং এমএসপি ব্যবস্থা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক একই প্রচেষ্টা বর্তমানে করা হচ্ছে। বিহারের কৃষকরা পরিশ্রম করা সত্ত্বেও ফসলের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। শহর-গ্রামের উপর নির্ভরশীল। গ্রাম কৃষকদের ওপর। আর কৃষকরা ক্ষেত এর উপর নির্ভরশীল। কৃষক এবং ক্ষেত ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। রাজ্যের তরুণ প্রজন্ম কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্য ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। বিহারের সক্ষমতাকে বুঝতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী যখন ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমে ছিলেন তখন তিনি এই রাজ্যের চম্পারন থেকেই তা শুরু করেছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন ইংরেজ মুক্ত করতে গেলে এই বিহার থেকেই কাজ শুরু করতে হবে।

নির্বাচনের পর আরজেডি সঙ্গে হাত মেলাবেন নীতীশ কুমার, দাবি চিরাগ-র

পাটনা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.): বিধানসভা নির্বাচন শেষ হলেই বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে আরজেডি সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গড়বেন নীতীশ কুমার। বুধবার এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করে বসলেন লোক জনশক্তি পার্টির সুপ্রিমো চিরাগ পাসওয়ান। বুধবার চিরাগ পাসওয়ান দাবি করেছেন আরজেডি সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন নীতীশ কুমার। রামবিলাসের পুত্র আরও দাবি করেছেন যে নীতীশ কুমারকে ভোট দেওয়া মানে বিহারকে ধ্বংস করে দেওয়ার পথে এগিয়ে যাওয়া। এতে করে শক্তিশালী হবে আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাজোট। নীতীশ কুমার এর আগেও আরজেডির সঙ্গে জোট করে সরকার গড়েছিল বিহারে। প্রথম পনেরো বছরে বিহার কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল। পরের পনেরো বছরে বিহারের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে নেমে গিয়েছে। কিন্তু এখন সকলের আশীর্বাদ নিয়ে বিহারী প্রথম এবং নীতীশ মুক্ত সরকার গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। রাজ্যে সরকার গড়বে লোকজন শক্তি পার্টি এবং বিজেপির জোট সরকার।

চালু হল ভারত বাংলাদেশ বিমান পরিষেবা

ঢাকা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সাত মাস বন্ধ ছিল ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিমান পরিষেবা। বুধবার ফের শুরু হল সেই পরিষেবা। ‘এয়ার বাবল ফ্লাইট’র মাধ্যমে দুদেশের মধ্যে সপ্তাহে ৫৬টি বিমান চলাচল করবে। বাংলাদেশ থেকে কলকাতা, দিল্লি ও চেন্নাইয়ের মধ্যে চলবে ওই বিমান।

এদিন সকালে হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে দু'দেশের মধ্যে বিমান পরিষেবার সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিক্রম দোরাইস্বামী, বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস এম মার্শাল মফিদুর রহমান, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ এইচ এম তৌহিদ উল আহসান ও ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের প্রধান নির্বাহী আধিকারিক (সিইও) মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ। প্রতি সপ্তাহে বাংলাদেশ থেকে যেমন ভারতে ২৮টি বিমান যাবে, তেমনই ভারত থেকেও ২৮টি বিমান আসবে। ঢাকা থেকে কলকাতা ও দিল্লির মধ্যে বিমান চালাবে বিমান বাংলাদেশ, কলকাতা ও চেন্নাইয়ের মধ্যে চলবে ইউএস বাংলার বিমান এবং ঢাকা-কলকাতা রুটে বিমান চালাবে নভোএয়ার। আর ভারত থেকে বাংলাদেশের তিন রুটে বিমান চালাবে এয়ার ইন্ডিয়া, ইনডিগো, স্পাইসজেট, ভিস্তারা ও গোএয়ার। বর্তমানে প্রতিদিন হাজার খানেক ভিসার আবেদন জমা পড়ছে। প্রতিদিনই সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

করোনার দুঃসময়েও কয়েকটি আশার কথা

সারা বিশ্বে যেভাবে করোনার প্রকোপ এখনো বাড়ছে, তাতে এটা পরিষ্কার যে সামনের সময় এখনো কঠিন। প্রায় সব দেশেই কমবেশি লকডাউন চলছে। ইউরোপ-আমেরিকায় সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার স্থিতাবস্থা বা কমের দিকে হলেও এখনো বিপদ কাটেনি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই রোগ ঠেকাতে আরও কয়েক মাস সময় লাগবে। তারপরও সেটা হয়তো কয়েক মাস পরপর ঘুরেফিরে হানা দেবে। তাহলে বিশ্বের সব মানুষই তো এক অবিরাম ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। আমাদের প্রিয় পৃথিবী কি এক অভিশপ্ত গ্রহে পরিণত হবে?

অবশ্য এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও কিছু সুসংবাদ আছে। যেমন, সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা করোনাভাইরাসের ওষুধ ও টিকা আবিষ্কারের জন্য দিনরাত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। প্রথমে ধরুন ওষুধের কথা। মানে, করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলার কোনো ওষুধ। এখন পর্যন্ত এ রকম নিশ্চিত কিছু নেই। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা বলছেন অবশ্য কিছু ওষুধের কথা। কিন্তু ওই সব ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে এখনো আরও পরীক্ষা দরকার।

এরই মধ্যে একটি সুখবর এসেছে আমেরিকার শিকাগো থেকে। করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় শিকাগো হাসপাতালে রেমডেসিভির নামে একটি অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ সুফল দিচ্ছে। সুখবরটি দিয়েছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান গিলিয়াড সায়েন্সেস। তাদের ওষুধে যদিও সুফল পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এখনো সেটা পরীক্ষা পর্যায়েই রয়েছে। কারণ যথেষ্টভাবে পরীক্ষিত হয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঘোষণা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ফল পেতে এখনো কিছু সময় দরকার। ওরা অবশ্য আশাবাদী যে সাফল্য দোরগোড়ায়। এই আশা সত্য হলে, বলতে হয় অন্তত করোনায় মৃত্যুঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের একটি পরীক্ষিত ওষুধ আমরা পেয়ে যাব। অন্তত এই আশা থাকবে যে বিনা চিকিৎসায় কাউকে মরতে হবে না। এখন তো ভেন্টিলেশন আর কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের ওপর নির্ভর করাই একমাত্র চিকিৎসা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ওষুধ আবিষ্কার হলেই পরিস্থিতি বদলে যাবে।

শুধু শিকাগোতেই নয়, একই সঙ্গে আরও বেশ কয়েকটি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দাবি করছে যে ওরা ওষুধ আবিষ্কারের খুব কাছাকাছি। হয়তো শিগগিরই বাজারে আমরা ওষুধ পাব।

কিন্তু শুধু ওষুধেই কাজ হবে না। কারণ, এই রোগটা কিছুদিন পরপর ঘুরেফিরে আসবেই। তাই টিকা দরকার। এবং এখানেও একটা বড় সুখবর আছে। ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাঁদের আবিষ্কৃত একটি টিকা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। এটা অবশ্য এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে রয়েছে। ৫১০ জন আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর এই টিকা প্রয়োগ করা হবে। অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে তাঁদের টিকা শিগগিরই বাজারে আসবে। যদি টিকা আবিষ্কার হয়ে যায়, তাহলে সারা বিশ্বই করোনার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। বিশ্বের অন্য কয়েকটি দেশেও টিকা আবিষ্কারের গবেষণায় সাফল্যের কথা শোনা যাচ্ছে। এটা আজ বলা যায়, বিশ্ব করোনা-রোধী টিকা আবিষ্কারের খুব কাছাকাছি এসে গেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরেকটি বিতর্ক চলছে। প্রশ্নটি আমাদের দেশের জন্য বেশ খাটে। এটা আমরা অনেকেই শুনেছি। কেউ বলেন গরমের দেশে করোনাভাইরাসের দ্রুত ছড়িয়ে পড়া কঠিন। গরমের দেশে এদের দ্রুত সংক্রমণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে আরেক দল বিজ্ঞানী বলছেন, করোনাভাইরাসের কাছে শীত-গরম কোনো ব্যাপারই না। এরা সব আবহাওয়ায় বাঁচে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে করোনাভাইরাস এমনকি ৬৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেও বেঁচে থাকতে পারে। তাহলে আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে করোনার তো কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

অন্য বিজ্ঞানীরা বলেন, করোনাভাইরাস ৬৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও ওই ভাইরাসের পক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রোগের বিস্তার ঘটানো কঠিন। কারণ ওরা মূলত হাঁচি-কাশির সময় মুখ থেকে বের হওয়া ড্রপলেটের মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ায়। এই ড্রপলেটগুলো খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির কণা। তাই আবহাওয়ার তাপমাত্রা যদি বেশি থাকে, তাহলে কয়েক সেকেন্ডেই এই ড্রপলেটগুলো গরমে উবে যায়, তখন করোনাভাইরাস আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ভাইরাসটি মারা যায়। ফলে করোনা রোগ অন্যদের মধ্যে ছড়াতে পারে না। অবশ্য খুব কাছ থেকে হাঁচি-কাশি বা ছোঁয়াছুঁয়িতে সংক্রমণ ছড়ায়। কিন্তু রোগের ছড়িয়ে পড়ার গতি কমে যায়।

আমরা জানি না এ কারণেই আমাদের দেশে সংক্রমণ ছড়ানোর হার অন্য দেশের তুলনায় কিছুটা কম কি না। আরও সময় নিয়ে দেখতে হবে। অন্তত আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই বোঝা যাবে বিজ্ঞানীদের কোন কথাটি আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খাটে।

কিন্তু আমাদের পূর্ণ সতর্কতা মেনে চলতে হবে। আমরা যদি লকডাউন মেনে চলি, একে অপরের থেকে একটু দূরে থাকি, দিনে অন্তত ১০ থেকে ১৫ বার শুধু সাবান দিয়ে হাত ধুই, তাহলেই কোভিড-১৯ কুপোকাত।

কারণ, তার আশ্রয় থাকবে না। এ অবস্থায় সে মারা যাবে। অবশ্য পিচঢালা বা পাকা রাস্তায় এরা প্রায় পাঁচ দিন পর্যন্ত বাঁচে। আক্রান্ত ব্যক্তি ঘরের বাতির সুইচ, টেবিল-চেয়ার স্পর্শ করলে সেখানেও ভাইরাসটি বেশ কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকে। কিন্তু ক্ষারযুক্ত সাবান এর যম। কারণ, ভাইরাসটির চারপাশের আবরণটি যে লিপিড বা চর্বি জাতীয় পদার্থে ঢাকা থাকে, সাবানের স্পর্শে সেই লিপিড গলে যায় আর তখনই ভাইরাসটির মরণ। তাই সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়ার কোনো বিকল্প নেই।

এক অর্থে, যে করোনার ভয়ে আমরা কাবু, সেটা এক জায়গায় খুব দুর্বল। আর যেখানে সে দুর্বল, সেখানেই আমাদের আঘাত হানতে হবে। তাহলে করোনা আমাদের সহজে ধরতে পারবে না। এ জন্য দরকার লকডাউন মেনে চলা এবং সেই সঙ্গে প্রতিদিন আমরা যে সতর্কতা মেনে চলার কথা শুনছি, ওগুলো প্রত্যেকের জীবনের স্বাভাবিক চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা।

ছবি এঁকে ফারাহর কন্যার আয় ৭০ হাজার রুপি, সব দান করল

করোনাভাইরাসের সংক্রমণে বিপদে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষেরা। তাঁদের সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বলিউড তারকারা। কে এগিয়ে আসেননি! শাহরুখ খান, সালমান খান, আমির খান, অক্ষয় কুমারবলিউডের সব নামকরা তারকা এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের নিয়ে মাতামাতি হয়েছে গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। তারকাদের আড়ালে পড়ে গেছে অন্য তারকারা। যাদের সম্বল খুবই অল্প, কিন্তু সেটুকুই দিয়ে দিয়েছে করোনা—সহায়তায়। বড়দের মতো তারাও এগিয়ে এসেছে মানুষের পাশে। অন্যা সেই ছোট্ট তারকা। বাসায় বসে পোষ্য প্রাণীর ছবি আঁকল। প্রতিটি ছবির দাম ছিল এক হাজার রুপি। এই ছবিগুলো বিক্রি করে সে পেয়েছে ৭০ হাজার রুপি। সেই অর্থ সে ব্যয় করবে অসহায় মানুষ ও প্রাণীর সহায়তায়।

অন্যাকে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। 'ম্যায় হু না', 'ওম শান্তি ওম' কিংবা 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' ছবিগুলো দেখা আছে নিশ্চয়ই। বলিউডের এই ছবিগুলো বানিয়েছেন নির্মাতা ও কোরিওগ্রাফার ফারাহ খান। ফারাহ খানের ১২ বছরের মেয়ে অন্যা। সম্প্রতি টুইটারে একটি ভিডিও শেয়ার দিয়েছেন ফারাহ। সেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি পোষ্যর ছবি আঁকছে অন্যা। ভিডিওর ক্যাপশনে ফারাহ খান লিখেছেন, 'আমার ১২ বছরের মেয়ে অন্যা ৭০ হাজার রুপি মাত্র পাঁচ দিনে আয় করেছে। আমাদের ঘরের পোষ্যর ছবি এঁকে প্রতিটা ছবি থেকে এক হাজার রুপি করে আয় করেছে ও। এসব অর্থ ব্যয় হবে অসহায় প্রাণী ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য। ওই সব মানুষদের সবাইকে ধন্যবাদ, যাঁরা অন্যার এই স্কেচ নিয়ে এক হাজার রুপি দান করেছেন।'

ভারতজুড়ে এখন লকডাউন চলছে। তারকারা সবাই ঘরবন্দী। সেখান থেকেই যে যা পারছেন সহায়তা করছেন করনোভাইরাস মোকাবিলায়। সেই সহায়তায় অন্যার ছোট্ট উদ্যোগও বড় হয়ে দেখা দিল শাহরুখ-সালমান-আমিরদের উদ্যোগের পাশে।

করোনাভাইরাস বাতাসে কত দূর ছড়ায়

করোনাভাইরাস বাতাসে কমপক্ষে ১৩ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য যে নির্দেশনা দেওয়া হয় এ দূরত্ব তার দ্বিগুণ। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) এ বিষয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। নিউইয়র্ক পোস্টের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ফেডারেল এজেন্সির 'ইমার্জিং ইনফেকশাস ডিজিজ জার্নালে' প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধে দেখানো হয়েছে ভাইরাসটি আগে অফিশিয়াল নির্দেশনার চেয়ে বেশি দূর ছড়াতে পারে। এ ছাড়া ভাইরাসটি মানুষের জুতার মাধ্যমেও ছড়াতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়ার বৈশিষ্ট্য এটাই নির্দেশ করে যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ দূরত্ব কমপক্ষে ৪ মিটার যা ১৩ ফুটের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া আইসিইউয়ের মেডিকেল কর্মকর্তাদের জুতার সোলের নমুনা করে দেখা গেছে অর্ধেকের বেশি জুতায় করোনাভাইরাস পাওয়া গেছে। উহানের হুশেনশান হাসপাতাল থেকে ওই নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এতে ধারণা করা হচ্ছে, স্বাস্থ্যকর্মীদের জুতার সোল করোনাভাইরাস ছড়ানোর কারণ হতে পারে।

বেইজিংয়ের অ্যাকাডেমি অব মিলিটারি মেডিকেল সায়েন্সেসের একটি দলের গবেষণার ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এতে এ আশঙ্কাকে আবারও নিশ্চিত করে দেখা হচ্ছে যেখানে বর্তমান ৬ ফুট দূরত্বের দিকনির্দেশনা যথেষ্ট নাও হতে পারে।এটি ব্যক্তি বা বিশেষত সামনের সারির মেডিকেল কর্মীদেরও পরামর্শ দেয় যাতে অজান্তে ভাইরাসের উৎস হিসেবে এটি ছড়িয়ে না পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে কঠোর জীবাণুনাশক ব্যবস্থা নিতে হবে।

সিডিসির পক্ষ থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে ৬ ফুট দূরত্বের কথা বলা হলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিওএইচও) মনে করে ৩ ফুট দূরত্ব যথেষ্ট। বর্তমান গবেষণায় ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার দূরত্বের চেয়ে যা অনেক কম।

এর আগে গত মাসে গবেষকেরা বলেছিলেন, ভাইরাস ২৭ ফুট পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ও আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশন ডিজিজেসের পরিচালক অ্যান্থনি এস ফাউসি অবশ্য একে 'ভয়ানক বিভ্রান্তিকর' বলেছেন। তিনি বলেছেন, বাস্তবে খুব জোরে হাঁচি না হলে এত দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

প্লাস্টিকের বোতল এখন সহজেই ধ্বংস হবে

প্লাস্টিকের পণ্য আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গেছে। সেই প্লাস্টিক নিয়ে সুখবর দিলেন ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা। তাঁরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্লাস্টিক ভেঙে ফেলে তা পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা কম্পোস্ট করা পাতা থেকে খোঁজ পাওয়া একটি এনজাইম এ কাজে ব্যবহার করছেন।

ফ্রান্সের কারবায়োস নামের একটি কোম্পানি প্লাস্টিক ভাঙার পদ্ধতিটির আবিষ্কারের নেপথ্যে রয়েছে। তারা ইতিমধ্যে পেপসি ও এল ওরিয়েলের সঙ্গে যৌথভাবে এ উপাদান শিল্প খাতে ব্যবহারের জন্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার পরিকল্পনা করেছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ উপাদানটি শিল্প খাতে ব্যবহারের উপযোগী করে উৎপাদন করবে তারা।কারবায়োসের উপপ্রধান নির্বাহী মার্টিন স্টেফান যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ান পত্রিকাকে বলেছেন, 'বাজারে আমরা প্রথম কোম্পানি হিসেবে নতুন প্রযুক্তিটি আনছি। ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে বাজারে আনার লক্ষ্য আমাদের।গত এক দশকে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। নতুন এই আবিষ্কার এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে দাবি করছেন উদ্ভাবকেরা।ফ্রান্সের তুলুস ইউনিভার্সিটির গবেষকেরা তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার বা রিসাইক্লিং করার বিষয়েও প্রয়োগ করছেন। প্লাস্টিক অবশ্য সরাসরি রিসাইকেল করা যায়। প্লাস্টিকের ধরনের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপকরণ ও তাপমাত্রায় প্লাস্টিক ভাঙা হয়। অনেক প্লাস্টিক রিসাইকেল করা গেলেও তার বাজারদর কম থাকায় তা রিসাইকেল করা হয় না।গবেষণা---সংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'নেচার' সাময়িকীতে। গবেষকেরা বলেছেন, সবচেয়ে পরিচিত প্লাস্টিক পলি (ইথিলিন টেরেফথ্যালেট) বা পিইটি তাপ দিলে বা রিসাইকেল করতে গেলে এর অধিকাংশ রাসায়নিক কার্যকারিতা হারায়। নতুন উপাদান তৈরি করতে গেলে বর্জ্য বাড়তে থাকে।

নতুন উদ্ভাবিত এনজাইমটি ১০ ঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে ৯০ শতাংশ ডি-পলিমারাইজেশন সম্পন্ন করতে পারে। অর্থাৎ, এটি পলিমার বা বড় আকারের জটিল কণাকে ক্ষুদ্র কণায় রূপান্তর করতে পারে এক দিনেরও কম সময়ে। এটি জৈব ডিপলিমারাইজড প্লাস্টিকে রূপ নেয়, যা প্লাস্টিক বোতলের মতো প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কো-এনজাইম সংশ্লেষিত হতে পারে, সংস্থাগুলো আরও সাশ্রয়ী পুনর্ব্যবহারযোগ্য অবকাঠামো তৈরি করতে পারে। এতে কম খরচে রিসাইকেল করা প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করা যেতে পারে।

কারবায়োস সাধারণভাবে অপ্রয়োজনীয় প্লাস্টিকের ফিল্ম সমস্যার সমাধান করতে শুরু করেছে।

ইউরোপের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জোট বেঁধে 'কারবায়োলিস' নামে গত বছরে প্লাস্টিক কম্পোট করে দেখিয়েছিল। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, প্লাস্টিক ফিল্ম ও একবার ব্যবহৃত ব্যাগ সমস্যার সমাধান করা।

কারবায়োসের কর্মকর্তারা বলেন, 'আমাদের এই উদ্ভাবনের লক্ষ্য হচ্ছে বাজার উপযোগী অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, যা একই সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ও পরিবেশবান্ধব। এটা প্লাস্টিক ও টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।'

উচ্চ ক্ষমতার সোলার সেল আবিষ্কার, বিদ্যুতে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার

দেশে দেশে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ছে। কিন্তু যে সোলার সেল বা সৌরকোষের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করা হয়, তার কার্যক্ষমতা এত দিন অনেক কম ছিল। এখন আরও বেশি কার্যক্ষমতাসম্পন্ন সোলার সেল তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা।নতুন আবিষ্কৃত সোলার সেল তার অসাধারণ কার্যক্ষমতার জন্য বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে। গুড নিউজ নেটওয়ার্কের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি ল্যাবরেটরির (এনআরইএল) বিজ্ঞানীরা নতুন অধিক কার্যক্ষমতাসম্পন্ন এই সোলার সেল তৈরি করেছেন। এই সোলার সেলের কার্যক্ষমতা ৫০ শতাংশের কাছাকাছি।

আগে গড়পড়তা সোলার সেলের কার্যক্ষমতার হার সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছিল। এর অর্থ হলো, আগে সোলার সেল বা সৌরকোষ শোষিত সৌরশক্তির সামান্য অংশকে বিদ্যুতে রূপান্তর করতে পারত। এখন এই ক্ষমতা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

নতুন আবিষ্কৃত ছয়টি সক্রিয় ফটো অ্যাকটিভ স্তরের (সিক্স জংশন) সোলার সেলের কার্যক্ষমতা অনেক বেশি। এই সোলার সেলের রূপান্তর ক্ষমতা সর্বোচ্চ ৪৭ দশমিক ১ শতাংশ। এটা একটা বিশ্ব রেকর্ড।

গবেষণা প্রকল্পের মুখ্য বিজ্ঞানী ও গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক জন গেইজ বলেন, নতুন আবিষ্কৃত সোলার সেল সত্যিই অসাধারণ কার্যক্ষমতা প্রদর্শন করছে।

প্রকল্পের বিজ্ঞানী ও গবেষণাপত্রের সহলেখক রায়ান ফ্রান্স বলেন, তাঁদের আবিষ্কৃত সোলার সেলের কার্যক্ষমতা ৫০ শতাংশ অতিক্রম করার সম্ভাবনা আছে। আর এই লক্ষ্য অর্জন করা খুবই সম্ভব।তবে মৌলিক সীমাবদ্ধতার কারণে ১০০ শতাংশ কার্যক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে না বলে জানান রায়ান ফ্রান্স।

বিজ্ঞানী জন গেইজ জানান, তাঁরা সোলার সেলের উৎপাদন খরচ কমানোর বিষয়ে কাজ করছেন। সেটা করা গেলে উচ্চ কার্যক্ষমতার সোলার সেলের ডিভাইসের নতুন বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

এটা হলে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিরাট পরিবর্তনের আসবে, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। কারণ, এর ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার আরও কমানো সম্ভব হবে।

আগামী এক বছর বড় অনুষ্ঠান করবে না ফেসবুক

ফেসবুকের প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের এ বছরের গ্রীষ্মকাল ধরে ঘরে বসে কাজ করার সুযোগ থাকবে। এ ছাড়া আগামী বছরের জুলাই মাসের আগ পর্যন্ত কোনো বড় অনুষ্ঠান ফেসবুক আয়োজন করবে না।জাকারবার্গ ফেসবুকে এক পোস্টে লিখেছেন, অধিকাংশ ফেসবুক কর্মী ভাগ্যবান যে তারা বাড়ি থেকে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। আমরা এটাকে দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছি। আমরা মনে করছি এতে করোনা বিস্তার ঠেকানো যাবে এবং আমাদের কমিউনিটি নিরাপদ থাকবে। আমরা দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারব।জাকারবার্গের ঘোষণা অনুযায়ী, ফেসবুকের কর্মীরা মে মাসের শেষ পর্যন্ত বাড়িতে বসে কাজ করবেন। এ ছাড়া চলতি বছরের জুন মাসের আগে কোনো ব্যবসায়িক ভ্রমণ অনুমোদন করবে না ফেসবুক।জাকারবার্গ লিখেছেন, 'আমরা জানি যে, আমাদের বেশির ভাগ কর্মী যত সহজেই বাড়ি থেকে কাজ করতে পারেন অধিকাংশ মানুষ তা পারেন না। লকডাউন পরিস্থিতি থেকে যখন আবার সমাজ খুলতে শুরু করবে তখন তা ধীরে ধীরে খুলতে হবে। যাতে কাজে ফিরে আসা লোকজন নিরাপদে কাজ করতে পারে এবং ভবিষ্যতের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা কমে।ফেসবুক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ৫০ বা তার চেয়ে বেশি মানুষ জড়ো হয় এমন কোনো অনুষ্ঠান আগামী বছরের জুনের আগে আয়োজন করা হবে না। এর বদলে ভার্চুয়াল মিটিং হবে।করোনাভাইরাস মহামারিতে কর্মীদের সুরক্ষা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে এটা হালনাগাদ ঘোষণা। দুই মাস আগে ফেসবুক তাদের বার্ষিক ডেভেলপার সম্মেলন 'এফ ৮' বাতিল করেছে। এ ছাড়া অধিকাংশ কর্মীদের বাড়ি থেকে অফিসের পাশাপাশি এক হাজার ডলার বোনাস, পোর্টাল ভিডিও কলিং ডিভাইস দিয়েছে।

ভুয়া মেইলে সতর্ক থাকুন

করোনাভাইরাসের আতঙ্ক কাজে লাগাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সাইবার দুর্বৃত্তরা। এ সময় ভুয়া মেইলে আপনার ইনবক্স ভরে উঠতে পারে। কোনোটিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার কথা বলতে পারে, কোনোটিতে ভয় দেখাতে পারে, আবার কোনোটিতে প্রলোভন দেখিয়ে লিংকে ক্লিক করতে বলতে পারে। এখন করোনাভাইরাস---সম্পর্কিত লিংকযুক্ত মেইলে ক্লিক করা মানেই বিপদ।টেক জায়ান্ট গুগল বলছে, শুধু গত সপ্তাহে ১ কোটি ৮০ লাখের বেশি ম্যালওয়্যার ও ফিশিং মেইল দেখেছে তারা। এসব মেইল করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯---সংক্রান্ত স্ক্যাম মেইল। গুগল জানিয়েছে, তাদের দৈনিক ২৪ কোটি স্প্যাম মেসেজের সঙ্গে করোনাভাইরাস নিয়ে প্রচুর স্ক্যাম মেসেজ যুক্ত হয়েছে।

গুগলের এক অফিশিয়াল পোস্টে বলা হয়েছে, মেইল ব্যবহারকারীদের প্রলোভন দেখিয়ে ফিশিং আক্রমণ ও স্ক্যাম মেইল ছড়ানো হচ্ছে। মেইল ব্যবহারকারীকে ভয় দেখানো বা আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে দ্রুত সাড়া দিতে বলছে সাইবার দুর্বৃত্তরা। অনেক মেইলের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতো বিশ্বাসযোগ্য সংস্থার ছদ্মবেশ নেওয়া হচ্ছে। এসব মেইলে দান করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। কিছু কিছু মেইল ম্যালওয়্যার ছড়ানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এসব মেইলের কোনো লিংকে ক্লিক করা হলে ম্যালওয়্যারযুক্ত ফাইল ডাউনলোড হয়ে ব্যাকডোর ইনস্টল হয়ে যেতে পারে। যাতে দূরে বসেই ডিভাইসের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে সাইবার দুর্বৃত্তরা।গুগল জানিয়েছে, অধিকাংশ ম্যালওয়্যার ও ফিশিং হুমকিগুলো একেবারে নতুন নয়, তবে করোনাভাইরাসের ভীতি ও বিভ্রান্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে দুর্বৃত্তরা।

এ ধরনের স্ক্যাম থেকে রক্ষা পেতে গুগলের পরামর্শগুলো হলো

১. ই-মেইলে আসা কোনো লিংকে নিশ্চিত না হয়ে ক্লিক করবেন না। যে ধরনের মেইল সচরাচর আপনি প্রত্যাশা করেন না, এমন মেইলে কোনো প্রলোভন বা হুমকি দেওয়া হলে সেসব মেইল খুলেও দেখবেন না।

২.কোনো মেইল স্ক্যাম বা ফিশিং মেইল হিসেবে সন্দেহ হলে তা রিপোর্ট করুন। জিমেইলে সন্দেহজনক মেইলটি নির্বাচন করে রিপোর্ট স্প্যামে পাঠিয়ে দিন।

৩. কোনো মেইলের প্রেরক সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। মেইলে পাঠানো কোনো লিংক বা ইউআরএলের সত্যতা পরীক্ষা করুন।

৪. গুগলের অ্যাডভান্সড প্রোটেকশন প্রোগ্রাম চালু করুন। সম্প্রতি ফেসবুক, গুগল ও অন্য বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলো অ্যালগরিদম ব্যবহার শুরু করেছে। ক্ষতিকর করোনাভাইরাস তত্ত্ব, ক্ষতিকর বিজ্ঞাপন ও অপরীক্ষিত ওষুধ বিষয়ে সতর্ক করার ব্যবস্থা চালু করেছে তারা।

তরুণদের জন্য 'অ্যাক্ট কোভিড-১৯' অনলাইন হ্যাকাথন

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'অ্যাক্ট কোভিড-১৯' অনলাইন হ্যাকাথন। বর্তমান ও ভবিষ্যতের জাতীয় সংকট মোকাবিলার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে 'কল ফর নেশন' নামে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্মের প্রথম কার্যক্রম হিসেবে এই হ্যাকাথন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ বলেন, 'আমাদের দেশে অনেক প্রতিভাবান তরুণ আছে। তাদের কেউ কেউ বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। করোনাভাইরাসের ফলে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে তরুণদের উদ্ভাবন ও নেতৃত্ব দিয়েই এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। কল ফর নেশন প্লাটফর্মে তাদের কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।'

জানা গেছে, অনলাইন হ্যাকাথনে সর্বমোট ৬টি বিষয় নিয়ে কাজ করা যাবে। বিষয়গুলো হচ্ছেস্যোশিও ইকোনোমিক্যালি ডিজঅ্যাডভানটেজ পিপল, বিজনেস অপারেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন, হেলথ কেয়ার ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট, অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন, মেন্টাল হেলথ ও আদারস। এর মধ্যে 'আদারস' ক্যাটাগরিতে বর্তমান পরিস্থিতিতে সৃষ্ট হওয়া যেকোনো সমস্যা নিয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সমস্যা সমাধানে তরুণদের কাছ থেকে উদ্ভাবনীমূলক ধারণা, প্রকল্প, পরিকল্পনা প্রভৃতি চাওয়া হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নির্বাচিত ১০টি উদ্ভাবনকে আর্থিক সহযোগিতার জন্য সিড ফান্ড, কাঁচামালের জোগান বা জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত করার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

থেকে হ্যাকাথন সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়ম কানুন জানা ও নিবন্ধন করা যাবে। অংশগ্রহণকারী এককভাবে বা দলগত ভাবেও হ্যাকাথনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। উদ্ভাবনীর প্রোটোটাইপসহ ২০ এপ্রিলের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্প জমা দিতে হবে।

বুধবার আগরতলায় টোবাকো বোর্ডের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনা-আবহে নির্বাচন বিহারে এগারোটা পর্যন্ত ভোট ১৮.৪৮ শতাংশ

পাটনা, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): করোনা-আবহে বিহারে শুরু হয়ে গিয়েছে গণতন্ত্রের উৎসব। বুধবার সকাল সাতটা থেকে বিহারে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। প্রথম দফায় বিহারের ১৬টি জেলার ৭১টি আসনে ১,০৬৬ জন প্রার্থীদের ভাগ্য ইভিএমবন্দি হবে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে করোনাবিধি মেনেই সুষ্ঠু ভাবে ভোটার আয়োজন করেছে নির্বাচন কমিশন। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে প্রতিটি পোলিং বুথ স্যানিটাইজড করা হয়েছে। বুথের সংখ্যা যেমন বাড়ানো হয়েছে, তেমনই মেয়াদ বেড়েছে ভোটগ্রহণের সময়সীমারও। বেলা এগারোটা পর্যন্ত বিহারে ভোট পড়েছে ১৮.৪৮ শতাংশ। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিহারে প্রথম দফার ভোটে মোট পোলিং স্টেশনে সংখ্যা ৩১,৩৭১টি। এছাড়াও ৪১, ৬৮৯টি ব্যালট ইউনিট, ৩১,৩৭১টি কন্টোল ইউনিট এবং ৩১,৩৭১টি ভিভিপ্যাট।

ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে বিহারের জনগণকে গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হওয়ার অনুরোধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিটি মানুষকে গণতন্ত্রের উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবও। সকাল সকাল নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। লখিসরাইয়ের একটি বুথে ভোট দিয়েছেন গিরিরাজ সিং। গয়ায় সাইকেল চালিয়ে ভোট দিতে গিয়েছেন বিহারের মন্ত্রী প্রেম কুমার। ভোট দিয়েছেন জামুইয়ের বিজেপি প্রার্থী এবং শুটার শ্রেয়সী সিং। করোনাভাইরাসের কথা মাথায় রেখে, পোলিং বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতি ভোটারদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা হয়। মুঙ্গেরের জেলাশাসক রাজেশ মীনা জানিয়েছেন, ”সমস্ত বুথে ভোট দেওয়ার জন্য সমস্ত ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পোলিং বুথের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে।” ইভিএম-এ ত্রুটির কারণে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই ভোটদান বন্ধ হয়ে যায় জেহানাবাদের ১৭০ নম্বর পোলিং বুথে। ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই ঔরাঙ্গাবাদ জেলার ঢিবরা এলাকা থেকে দু”টি আইইডি উদ্ধার করে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, পরে ওই বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করা হয়।

প্রথম দফার ভোটে ভাগ্য পরীক্ষা হবে মোট ১,০৬৬ জন প্রার্থীর। তাঁদের মধ্যে ৯৫২ জন পুরুষ এবং ১১৪ জন মহিলা প্রার্থী। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রায় ২.১৫ কোটি ভোটার নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ২.১৫ কোটির মধ্যে ১.১২ কোটি পুরুষ, ১.০১ কোটি মহিলা এবং ৫৯৯ জন তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

অসম ভূখণ্ডে মিজো তথ্যফলক ভেঙেছিল প্রশাসন করিমগঞ্জের জেলাশাসককে শো-কজ মিজোরামের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : দিন পনেরো আগে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র তথা রাতাবাড়ি থানার অন্তর্গত ভুবিরবন্দের আন্তঃরাজ্য সীমান্তে সিংলা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধভাবে তৈরি ঘর গুঁড়িয়ে ফেলার পাশাপাশি মিজোরামের তরফে সংস্থাপিত এমজিএনরেগা প্রকল্পের এক তথ্যফলক ভেঙে ফেলেছিল জেলা প্রশাসন। তথ্যফলক কেন ভাঙা হয়েছে তা জানাতে গত ২৬ অক্টোবর করিমগঞ্জের জেলাশাসক আনবামুথান মুথুস্বামী পালানিস্বামীকে শো-কজ নোটিশ পাঠিয়েছেন মিজোরামের মামিত জেলার মনরেগা প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার এইচডি লালপেকমাউইয়া।

প্রসঙ্গত, করিমগঞ্জের রাতাবাড়ি থানার অন্তর্গত ভুবিরবন্দে আন্তঃ রাজ্য সীমান্তে মিজো আগ্রাসন অব্যাহত। অসম ভূখণ্ডে মিজোরা ঘরবাড়ি বানানো ও জমি জবরদখলের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে অসমের করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন। দিন পনেরো আগে জেলাশাসক আনবামুথান মুথুস্বামী পালানিস্বামী, পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার, ডিএফও জালনুর আলি সহ সরকারি পদস্থ আধিকারিকরা অভিযান চালিয়ে রাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ভুবিরবন্দ সীমান্তে সিংলা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে মিজোদের অবৈধভাবে জমি দখল করে সেখানে তৈরি ঘরবাড়ি ও মনরেগার একটি কাজের ফলক গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের ওই কঠোর পদক্ষেপে দিনকয়েক পিছু হটেছিল মিজোরা। এবার নতুন করে অসমের জমি জবরদখলের অভিসন্ধিতে তৎপরতা শুরু করেছে মিজো দুর্বৃত্তরা। একইভাবে কাছাড় জেলার লায়লাপুর সীমান্তেও বেপরোয়াভাবে জমি জবরদখলে বেআইনি কার্যকলাপ জারি রেখেছে মিজোরা।

কিছুদিন আগে করিমগঞ্জের রাতাবাড়ি ও পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার মেদলি এবং কাছাড় জেলার লায়লাপুরে মিজো আগ্রাসন তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। মিজোরাম সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে নির্মিত ঘর ও কাজের ফলক লাগানো হয়েছে। আইআর ব্যাটেলিয়নের ক্যাম্প তৈরি করে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে সীমান্তের ওপাড়ে। ওই সব সশস্ত্র বাহিনীর ছত্রছায়ায় মিজো ছাত্র সংগঠন এমজেডপি ও ওয়াইএমপির নেতৃত্বে অসমের জমিতে মিজোরা ঘরবাড়ি তৈরি করছে। এ নিয়ে করিমগঞ্জ ও মিজোরামের মামিত জেলা প্রশাসন স্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠক বিফল হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল অসমে মিজো আগ্রাসন নিয়ে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। দিশপুর থেকে ভুবিরবন্দ সীমান্তে ছুটে আসেন রাজ্য গৃহ দফতরের কমিশনার-সচিব জ্ঞানেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠি। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত যুগ্মসচিব সত্যেন্দ্র গার্গের মধ্যস্থতায় শিলচরের অসম ও মিজোরামের গৃহ সচিবদের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর কাছাড়ের লায়লাপুর সীমান্ত থেকে মিজো বাহিনী কিছুটা পিছু হটলেও রাতাবাড়ির ভুবিরবন্দ সীমান্তে অসমের জমিতে তৈরি মিজো বাহিনীর ক্যাম্প এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও মিজোরামে পণ্য সরবরাহ বহাল রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। এরই মধ্যে ২৬ অক্টোবর মামিত জেলার মনরেগা প্রকল্পের জেলা প্রোগ্রাম অফিসার এইচডি লালপেকমাউইয়া করিমগঞ্জের (অসম) জেলাশাসককে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়ে ভেঙে ফেলা তথ্য ফলকটি পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। মিজোরামের থিংলুন গ্রামে জাওলনআম খণ্ড উন্নয়নের পক্ষে এমজিএনরেগা প্রকল্পে ব্রিক্স পোলিংয়ের কাজ করাতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তথ্য ফলকটি লাগানো হয়েছিল বলে নোটিশে লেখা হয়েছে। জেলাশাসকের নেতৃত্বে করিমগঞ্জ প্রশাসন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালিত প্রকল্পের ফলকটি ভেঙে ফেলেছেন।

যা সিসিএস (সিসিএ) নিয়ম মতে আইন বিরোধী কাজ বলে নোটিশে উল্লেখ রয়েছে। মিজো আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় সরকারের জরিপকৃত মানচিত্র অনুযায়ী সীমা মানতে নারাজ।

এছাড়া অসমের জমিতে স্থাপিত তথ্য ফলক ভাঙাকে ঘিরে কেন্দ্রের মনরেগা প্রকল্পের দোহাই দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলার ফন্দিফিকির করছে মিজোরাম। বিষয়টি নিয়ে করিমগঞ্জের জেলাশাসকের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। এদিকে আন্তঃরাজ্য সীমা সমস্যা নিয়ে এলাকায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোনও সময় কাছাড়ের লায়লাপুরের ঘটনটার পুনরাবৃত্তি ঘটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে স্থানীয় সচেতন লোকজন আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

দিল্লিতে এখনই খুলছে না স্কুল, কলেজে বাড়ছে সিট

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপের কারণে রাজধানী দিল্লিতে ৭ মাসেরও বেশ সময় ধরে বন্ধ রয়েছে সমস্ত স্কুল। করোনার প্রকোপ এখনও থামেনি দিল্লিতে। তাই দিল্লিতে এখনই খুলছে না সরকারি স্কুল। সরকারি স্কুলের পাশাপাশি পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বেসরকারি স্কুলও। বুধবার জানিয়ে দিলেন দিল্লির শিক্ষা মন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া। একইসঙ্গে সিসোদিয়া জানিয়েছেন, কলেজে সিট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ নির্দেশ অনুযায়ী, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লির সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই মনে করা হয়েছিল, ১ নভেম্বর থেকে দিল্লিতে খুলতে পারে স্কুল। কিন্তু, বুধবার দিল্লির শিক্ষা মন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া জানান, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত দিল্লিতে বন্ধ থাকবে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মতে স্কুল খুললেই করোনা-সংক্রমণ বাড়বে। তাই আপাতত স্কুল না খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রী আরও জানান, আইপি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজে ১,৩৩০টি সিট বাড়ানো সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকার। তিনি বলেন, এবার ১, ৩৩০টি সিট বেশি হবে। ৬৩০টি সিট বিটেক-এর জন্য, বিবিএ-র জন্য ১২০টি সিট এবং বি কম-এর জন্য ২২০টি সিট, বিএ (ইকোনমিক্স)-তে ১২০টি সিট, বিসিএ-তে ৯০টি সিট এবং এমবিএ-তে ৬০টি নতুন সিট।

শ্রমিক এবং কৃষকদের কথা ভেবে ভোট দিন, আহ্বান রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : বুধবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে বিহারে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। করোনা আবহের মধ্যে এই ভোটগ্রহণ বাড়তি তাৎপর্য বহন করে নিয়ে চলেছে। এর মধ্যেই বিহারবাসীকে ভেবেচিন্তে ভোটদানের জন্য আহ্বান করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী।

লকডাউন পরিস্থিতি মাথায় রেখে ন্যায়, রোজগার, কৃষক এবং শ্রমিকদের কথা ভেবে ভোট দিন। বুধবার নিজের টুইট বার্তায় ভোটদাতাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, ন্যায়, রোজগার, কৃষক এবং শ্রমিকদের কথা ভেবে মহাজোটের পক্ষে ভোট দিন। আপনাদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিহারে পরিবর্তন আসবে। মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা দেব নিজের টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, প্রথম দফার ভোট গ্রহণে মনের শক্তিকে প্রয়োগ করে রোজগারের সুযোগ, কৃষক এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের হিতসাধন, মহিলাদের সুরক্ষা ও শিশুদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভোট দিন। গণতন্ত্রের এই উৎসব এ বিহারবাসীদের প্রতি শুভকামনা রইল। কংগ্রেসের বিতর্কিত সংসদ শশী থারুর নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, আর যারা ভোট দেবেন তাদের চোখের জল, পায়ের ফোস্কা সব মনে আছে তো? উল্লেখ করা যেতে পারে বিহারের প্রথম দফার ভোট গ্রহণে ১৬টি জেলার ৭১টি আসনের জন্য হচ্ছে। ভাগ্য নির্ধারণ হবে ১০৬৬ জন প্রার্থীর। এরমধ্যে রাজ্যের আট মন্ত্রীসহ ৯৫২ জন পুরুষ প্রার্থী রয়েছে। মহিলা প্রার্থী সংখ্যা ১১৪।

ফের সাফল্য, মধ্য কাশ্মীরে এনকাউন্টারে নিকেশ দু”জন জৈইশ জঙ্গি

শ্রীনগর, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু”জন জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি। বদগাম জেলার আরিবাগ মাচামা এলাকার ঘটনা। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। তবে, একজন পাকিস্তানের নাগরিক। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলি লড়াই চলাকালীন আহত হয়েছেন একজন জওয়ান। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় বদগাম জেলার আরিবাগ মাচামা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী।

বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ এবং সেনাবাহিনীর যৌথ বাহিনী। প্রায় দু”ঘন্টা ধরে অভিযান চলার পর, রাত ন”টা থেকে সুরক্ষা বাহিনী এবং জঙ্গিদের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। বেশ কয়েকঘন্টা গুলির লড়াইয়ের পর সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু”জন জৈইশ জঙ্গি। কাশ্মীরের আইজি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, বদগাম-এনকাউন্টারে একজন জওয়ান আহত হয়েছেন এবং দু”জন জৈইশ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে একজন পাক নাগরিক, অপরজন পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা।

প্রথম দফার ভোটগ্রহণ উপলক্ষে বিহারবাসীকে বিপুল ভোটদানের আহ্বান বিজেপি সভাপতির

পাটনা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে বুধবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। গণতন্ত্রের এই উৎসবে জনগণকে বিপুল পরিমাণে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। এদিন নিজের টুইট বার্তায় জগত প্রকাশ লিখেছেন, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রথম দফার ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আপনার ভোট গণতন্ত্রে আপনার সব থেকে বড় শক্তি। করোনা সতর্কতা বিধি মেনে গণতন্ত্রের এই উৎসবে অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন। প্রথমে ভোট। তারপরে জলপান।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিহারের প্রথম দফার ভোট গ্রহণে ১৬টি জেলার ৭১টি আসনের জন্য হচ্ছে। ভাগ্য নির্ধারণ হবে ১০৬৬ জন প্রার্থীর। এরমধ্যে রাজ্যের আট মন্ত্রীসহ ৯৫২ জন পুরুষ প্রার্থী রয়েছে। মহিলা প্রার্থী সংখ্যা ১১৪।

ভোটগ্রহণের দিন আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠল বিজেপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে

গয়া, ২৮ অক্টোবর (হি. স.): বিহারে প্রথম দফার ভোট গ্রহণের দিন আদর্শ আচরণ বিধি লংঘন করার অভিযোগ উঠল রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রেম কুমারের। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গয়ায় দলীয় প্রতীক চিহ্ন দেওয়া মাস্ক এবং উত্তরীয় পরে সাইকেলে করে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোট দিতে যান তিনি। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচন আধিকারিক। গয়া শহরাঞ্চল বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রেম কুমার ভোট দিতে যাওয়ার আগে মন্দিরে পুজো দিয়ে ভগবানের আশীর্বাদ নেন। সেই সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী এবং পুত্র। কয়েকজন সমর্থক মন্দিরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য। করোনা বিধি পালন করে ভোট দিতে আসেন তিনি। তার মুখে যে মাস্ক টা ছিল তাতে বিজিবি দলীয় প্রতীক পদ্মের ছবি আঁকা ছিল। এমনকি তার গলায় জড়ানো উত্তরীয় তেও দলীয় প্রতীকের চিহ্ন ছিল। সেই অবস্থাতেই তিনি ভোট দিতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রবেশ করেন বলে অভিযোগ। উল্লেখ করা যেতে পারে গয়া জেলায় দশটি বিধানসভা আসন রয়েছে। গত নির্বাচনে এই জেলা থেকে পাঁচটি আসনে জযযুক্ত হয়েছিল এনডিএ প্রার্থী এবং পাঁচটি আসনে জয়ী হয়েছিল বিরোধীরা।

পুঞ্চে জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ, উদ্ধার প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদ

জম্মু, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় জঙ্গিদের গোপন ডেরার সন্ধান পেল সুরক্ষা বাহিনী। ২৭-২৮ অক্টোবরের মাঝামাঝি রাতে পুঞ্চ জেলার মেন্ধর তালুকার কালাবান এলাকায় জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ পায় সেনাবাহিনী এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। গোপন আস্তানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

পুঞ্চের সিনিয়র পুলিশ সুপার রমেশ আংরাল জানিয়েছেন, বিস্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ২৭-২৮ অক্টোবরের মাঝামাঝি রাতে কালাবান এলাকায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর ৩৭ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় কালাবান এলাকায় জঙ্গলের ভিতরে জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ পাওয়া যায়।

ওই পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, জঙ্গিদের কোনও খোঁজ না মিললেও, ওই ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। তার মধ্যে রয়েছে একটি একে-৫৬ রাইফেল, তিনটি একে ম্যাগাজিন, একটি দূরবীন, একটি পাকিস্তানী ৭.৩ পিস্তল, একটি পিস্তলের ম্যাগাজিন, একটি সোলার চার্জার, একটি প্যাকেট এবং একে রাইফেলের ৭৯৩টি গুলি।

ভারতীয় বায়ুসেনার প্রথম মহিলা উইং কমান্ডার অসম-কন্যা বর্ণালী গগৈ

গুয়াহাটি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতীয় বায়ুসেনা (আইএফএ)-র উইং কমান্ডার হিসেবে প্রথম মনোনীত হয়েছেন একজন মহিলা, তিনি অসম-কন্যা বর্ণালী গগৈ। বর্ণালী গগৈ উজান অসমের লখিমপুরের আদি বাসিন্দা।

১৯৯৬ সালের ২৭ মে ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলট হিসেবে যোগদান করেছিলেন বর্ণালী। এর পর তিনি যথাক্রমে ফ্লাইং অফিসার, ফ্লাইং লেফটান্যান্ট পদে উন্নীত হয়ে এবার উইং কমান্ডার হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

১৯৮৫ সালে যোরহাট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে মেধাবী তালিকায় ১৬ তম স্থান দখল করে পাশ করেছিলেন বর্ণালী গগৈ। পরবর্তীতে গুয়াহাটির কটন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইলেক্টনিক্স ও টেলিকমিউনিকশনে স্নাতক ডিগ্রি নেন। স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারিঙে তিনি প্রথম স্থান দখল করেছিলেন। পরে তিনি বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করে ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগদান করেন।

২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ১,৫৪০ জন, ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ১,২৮৪

ভুবনেশ্বর, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা কমলেও, আক্রান্তের ধারা অব্যাহত ওড়িশায়। ওড়িশায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১, ৫৪০ জন। শেষ ২৪ ঘন্টায় করোনা কেড়ে নিয়েছে আরও ১২ জনের প্রাণ। ফলে ওড়িশায় করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল যথাক্রমে-২,৮৫,৪৮২ এবং ১,২৮৪।

বুধবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১,৫৪০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৮৫, ৪৮২। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১৬,০৩০ এবং ১২ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,২৮৪-এ পৌঁছেছে। ওড়িশায় বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২,০১০ জন। সবমিলিয়ে এযাবৎ সুস্থ হয়েছেন ২,৬৮,১১৫ জন।

প্রশাসনিক কাজ কর্মের খোঁজ নিতে ৫ নভেম্বর ভার্চুয়াল বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীব

কলকাতা, ২৮অক্টোবর (হি. স.) : নভেম্বর মাসের ৫ তারিখ প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। করোনা আবহে কি কি প্রশাসনিক কাজ হয়েছে তা নিয়ে পর্যালোচনা করতে ওইদিন বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সূত্রের খবর রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প করনা আবহে চালু করা হয়েছে সেই প্রকল্পগুলি ঠিকঠাক মত কাজ করছে কিনা, অথবা কোনোও প্রকল্পে টাকার প্রয়োজন রয়েছে কিনা এই খোঁজখবর নিতেই মূলত এই বৈঠকের ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এটাই প্রতিটি দফতরের কাজ অনুযায়ী রিপোর্ট কার্ড তৈরি হবে।

অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তরফে বেশকিছু নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হলেও করণা আবহে বিগত চার মাস এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ ছিল। এরপর মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন স্থগিত হয়ে যাওয়া প্রকল্পগুলিকে আবার চালু করতে হবে। সেই মত এই প্রকল্পগুলির কাজ কতটা এগিয়েছে, কতটা বাকি আছে কিংবা কোনো কাজ কোথাও থেমে গেলে কি কারণে তারা থেমে গেছে সমস্ত বিষয় তাই খোঁজখবর নিতে ৫ নভেম্বর ভার্চুয়ালি বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই বৈঠকে সব দফতরের প্রধান সচিব, জেলা শাসকদের ডাকা হয়েছে। এছাড়াও নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন পুলিশ আধিকারিকরাও।

একদিনে নিহত দুই বিজেপি কর্মীর মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া দলীয় নেতাদের

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : বুধবার দু'জায়গায় দু'জন বিজেপি কর্মীর নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। এর প্রতিবাদ করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, দলের রাজ্য সহ সভাপতি তথা সাংসদ অর্জুন সিং প্রমুখ।

দিলীপবাবু বলেন, আবার বিজেপি কর্মী হিংসার বলি হলেন। এই সব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হোক। পুজোর দিনগুলোতেও প্রতিদিন আমাদের কর্মী-সমর্থকদের ওপরে হামলা হয়েছে। এখনও তা অব্যাহত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, দলের রাজ্য সহ সভাপতি তথা সাংসদ অর্জুন সিং, ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন সিং প্রমুখ ‘তৃণমূলের’ ঘাতক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।

দলের তরফে জানানো হয়েছে, কাউগাছির বিজেপি কর্মী মিলন (অমিত) হালদারের উপর অষ্টমী পুজোর রাত্রে প্রাণঘাতী হামলা চালায় তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত কিছু দুস্কৃতি। নীলতলা সংলগ্ন এলাকায় মারাত্মক ভাবে আহত করে তাঁকে ড্রেনে ফেলে রেখে দুষ্কৃতিরা চলে যায়। পরে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে হসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি আজ মারা গিয়েলেন। আজ বিজেপি-র জগদ্দল গ্রামীণ মন্ডলের নেতাকর্মীরা বিকালে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে চন্ডিতলায় সমবেত হন।

হাওড়া গ্রামীণ জেলার বাগনানের কার্য্যকর্তা কিঙ্কর মাঝি আজ এনআরএস হাসপাতালে মারা যান। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বাগনানে বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি।

বামনগোলায় নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই বোনেব

বামনগোলা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : মালদার হাঁসপুকুর এলাকার হাড়িয়া নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই বোনের। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে। বামনগোলা থানার পুলিশ মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মর্মান্তিক এই মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

এদিন বামনগোলা পুলিশ জানিয়েছে, মৃত দুই বোনের নাম যথাক্রমে পারমিতা মন্ডল (১৬) ও অঙ্কিতা মন্ডল (১০)। তাদের বাড়ি ছিল নন্দিনাদহ। কদিন আগে হাঁসপুকুর এলাকায় দিদি জামাইবাবুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল দুই বোন। বামনগোলা ব্লকেরই নন্দিনাদহ গ্রামে পারমিতা ও অঙ্কিতা দুই বোনের বাড়ি। কদিন আগেই বামনগোলা ব্লকেরই হাঁসপুকুর গ্রামে দিদি জামাইবাবুর বাড়ি বেড়াতে এসেছিল। এদিন দুপুরে স্নান করার উদ্দেশ্যে এলাকার হাড়িয়া নদীতে যায় দুই বোন। নদীতে জল থাকলেও স্রোত নেই। সম্ভবত কোনো ভাবে ছোট বোন অঙ্কিতা স্নানের জন্য আগে জলে নেমে পড়ে এবং তলিয়ে যেতে থাকে। তাই দেখে ছোট বোনকে বাঁচাতে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বড় বোন পারমিতা। সম্ভবত ভালো সাঁতার না জানার কারনে দুই বোনই তলিয়ে যায় হাড়িয়া নদীতে।

এদিকে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলেও স্নান সেরে দুই বোন না ফেরায় দিদি জামাইবাবুর বাড়ির লোকজন খুঁজতে বেড় হন পারমিতা ও অঙ্কিতাকে। তাঁরা দেখতে পান নদীর ধারে স্নানের পোষাক,সাবান পড়ে রয়েছে। কিন্তু দুই বোনের দেখা নেই। আশঙ্কিত হয়ে এর পরেই নিখোঁজ দুই বোনের সন্ধানে গ্রামের মানুষজন নদীতে নেমে পড়েন। অনেক খোঁজাখুঁজি করে নদীর জলের তলিয়ে যাওয়া দুই বোনের অসাড় দেহ উদ্ধার করেন মানুষজন। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকরা। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এনআরএসে বিজেপি নেতার মৃত্যু, উত্তপ্ত হাওড়া

হাওড়া, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : চরম উত্তপ্ত হাওড়ার বাগনান। বুধবার এনআরএসে বাগনানের বিজেপি নেতার মৃত্যু হয়। বিজেপি নেতার মৃত্যুর পর থেকেই উত্তপ্ত বাগনান।

অভিযোগ উঠেছে, বাগনানের বিজেপি নেতা কিঙ্কর মাঝি অষ্টমীর রাতে গুলিবিদ্ধ হন। এরপর তাকে ভর্তি করা হয় এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু বুধবার এনআরএসে ওই বিজেপি নেতার মৃত্যু হয়। তারপরেই ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে বিজেপি সমর্থকরা। তৃণমূলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তোলে বিজেপি। যদিও খুনের অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল। অন্যদিকে পুলিশের দাবি করোনা আক্রান্ত হয়ে ওই বিজেপি নেতার মৃত্যু হয়েছে। তবে, পুলিশের দাবি মানতে নারাজ বিজেপি। আর তারপরেই বিজেপি নেতার মৃত্যুতে অগ্নিগর্ভ হাওড়ার বাগনান। বাগনানে বৃহস্পতিবার ১২ ঘন্টার বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি।

জলাশয় সংস্কার ও সংরক্ষণের নিরিখে এগিয়ে ছত্তিশগড়ের দুই জেলা

রায়পুর, ২৮ অক্টোবর (হি. স.): জলাশয় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর এবং সুরাজপুর জেলাকে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের তরফ থেকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জেলার শিরোপা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল বিগত দুই বছর ধরে নরওয়া প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জলাশয় এবং ছোট নদী নালাগুলিকে সংস্কার, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের নিরন্তন কাজ করে যাওয়া হয়েছে। অবশেষে দুই বছর পর মিলল তার সুফল। জল সংরক্ষণের নিরিখে জনশক্তি মন্ত্রকের তরফে সেরার শিরোপা পেল কংগ্রেস শাসিত এই রাজ্য। এই দুইটি জেলাকে ন্যাশনাল ওয়াটার রিওয়ার্ড ২০১৯ প্রদান করা হবে। ইস্ট আন্ডার রিভিভাল অফ রিভার ক্যাটাগরিতে বিলাসপুর জেলাকে সম্মানিত করা হবে। সুরাজপুর জেলাকে ইস্ট আন্ডার ওয়াটার কনজারভেশন ক্যাটাগরিতে সম্মানিত করা হবে। এই দুটি ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছে ছত্তিশগড়ের এই দুই জেলা। উল্লেখ করা যেতে পারে জলাশয় সংরক্ষণ এবং সংস্কারের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিপুল পরিমাণে লাভবান হবে সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন অর্থনীতিবিদরা

সল্টলেকের পুজো মণ্ডপের অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে শর্টসার্কিট মনে করা হলেও তা মানতে নারাজ উদ্যোক্তারা

কলকাতা,২৮ অক্টোবর (হি. স.) : দ্বাদশীর সকালে হঠাৎই ঘটে যায় এক ভয়াবহ ঘটনা। বিসর্জনের আগেই আগুন গ্রাস করে সল্টলেকের এফডি ব্লকের প্রতিমা ও পুজো মণ্ডপ। প্রাথমিক তদন্তে অগ্নিকাণ্ডের নেপথ্যে শর্টসার্কিট মনে করা হলেও তা মানতে নারাজ উদ্যোক্তারা।

আগুন লাগার প্রসঙ্গে সল্টলেক এফডি ব্লকের পুজোর সম্পাদক সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়ের সাফ দাবি, ”আজ বিসর্জনের কথা ছিল বলে গতকাল রাতেই প্রায় সব আলো খুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে শর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে কী থেকে এই আগুন তার সঠিক তদন্ত চাই”।

আরও এক পুজো উদ্যোক্তার কথায়, ”কাল রাতেই সব আলো প্রায় খুলে ফেলা হয়েছিল। আর আগুন লেগেছে পুরোহিতের প্রবেশের জায়গায়। ওখানে শর্ট সার্কিটের কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা করছি আমরা”।

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার দ্বাদশীরভোরে। হঠাৎই সল্টলেকের এফডি ব্লকের পুজো মণ্ডপ থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়তেই তা নজরে আসে স্থানীয়দের। অল্প সময়ের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে মণ্ডপ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ৩ টি ইঞ্জিন। যদিও শেষ রক্ষা হয় না সবটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রতিমা সহ মন্ডপ।

নভেম্বরে লম্বা ছুটি ব্যাংকের

কলকাতা, ২৮অক্টোবর (হি. স.): অক্টোবরের পর নভেম্বরের লম্বা ছুটি পড়তে চলেছে ব্যাংকে। চলতি মাসের মতো নভেম্বর বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকবে ব্যাংক।

ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, মাসের চারটে রবিবার এবং দুটি শনিবারের পাশাপাশি দীপাবলি ও গুরু নানক জয়ন্তী দিনগুলিতে বন্ধ থাকছে ব্যাংক। যদিও এবছর দীপাবলীর ছুটি পড়েছে দ্বিতীয় শনিবারে তাই সেই দিনের ছুটি টি মার যাচ্ছে কর্মীদের।

নভেম্বরের ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯ তারিখ বন্ধ থাকবে ব্যাংক। এছাড়াও ১৪ নভেম্বর দীপাবলি এবং ৩০ নভেম্বর গুরু নানক জয়ন্তী জন্য ছুটি থাকবে ব্যাংক। একই সঙ্গে ২৮ নভেম্বর চতুর্থ শনিবার হওয়ায় সেই দিনের ছুটি থাকছে ব্যাংকের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মদন ঘরাইয়ের মরদেহ হস্তান্তরের দাবিতে বিজেপি-র সভা

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর গ্রামের বিজেপি কার্যকর্তা মদন ঘরাইয়ের মরদেহ অবিলম্বে হস্তান্তর এবং দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে বুধবার মৃতের স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিজেপি।

রেড রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও দলের আইনজীবী সেলের ব্রজেশ ঝা-র নেতৃত্বে একদল কর্মী সমর্থক এই বিক্ষোভ দেখান। সূত্রের খবর, গত ১৫ অক্টোবর মদন ঘরাই পুলিশ হেফাজতে মারা যান। রাতে তাঁর দেহ বিজেপি সমর্থকরা এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে দলের রাজ্য দফতরে নিয়ে আসেন। মুখ্যমন্ত্রীকে চাপে রাখতে পরদিন ওই মৃতদেহ নিয়ে কলকাতার রাস্তায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। সেখানে লকেট চট্টোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দেন, “দোষী পুলিশরা প্রত্যেকে আগামী দিন শাস্তি পাবেন। এই সব পুলিশদের কঠোর শাস্তির জন্য যা যা করতে হয়, আমরা করব।“ বিজেপি রাজ্য দফতরের সামনে সমবেতদের হাতে বিভিন্ন পোস্টারে লেখা ছিল ‘মদন ঘরাই অমর রহে’, ‘পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিজেপি-র লড়াই চলছে চলবে’, ‘মদন ঘরাইকে কার স্বার্থে হত্যা করা হল, মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও,’ ‘মানুষ মারার সরকার, আর নেই দরকার’ প্রভৃতি।

মদন ঘরাইয়ের জেল হেফাজতে মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর ও লজ্জাজনক বলে ১৮ অক্টোবর টুইট করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখর। বাস্তবিক তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩ পাতার একটি চিঠি লেখেন। চিঠির ছত্রে ছত্রে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির বিষয়ে লেখা। তিনি লেখেন, তাঁর চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর সদর্থক ও কার্যকরী ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় তা হয় না। পাশাপাশি চিঠিতে রাজ্য পুলিশের কঠোর সমালোচনাও করা হয়েছে এবং এটা সরকারের শাস্তিযোগ্য অপরাধও বলা হয়েছে।

বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ ১৬ অক্টোবর ফের ময়না তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। লকেট পরে মরদেহের সামনে সমাবেশে বলেন, “এই রায়ে আমরা খুশি। আগের ময়না তদন্তের রিপোর্ট আমাদের দেওয়া হয়নি। হাইকোর্ট থেকে বক্তব্য জানার জন্য সরকারি আইনজীবীকে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি যাচ্ছিলেন না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। দেরি হলে মামলাটা ধামাচাপা দিতে সুবিধা হয় বলে। বারাকপুরে মণীশ শুক্লাকেও পুলিশের সহযোগিতায় হত্যা করা হয়েছে। এই দুটো হত্যাই একই ধরণের অপরাধ।

এতসবের পরেও ফের ময়না তদন্ত করে মরদেহ মৃতের পরিবারকে দেওয়া সয়নি বলে অভিযোগ। বুধবার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে মদন ঘরাইয়ের স্ত্রী-র হাতে পোস্টারে লেখা ছিল ‘আমার স্বামীর মৃতদেহ ফেরৎ দাও’, ‘আমার স্বামীর হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি চাই’ প্রভৃতি। বিজেপি-র সমবেতদের সঙ্গে ছিল নানা পোস্টার। তাতে লেখা, ‘মদন গড়াইয়ের মৃতদেহ আজও পেল না পরিবার’, ’পুলিশ হেফাজতে মদন গড়াইয়ের মৃত্যু গণতন্ত্রের হত্যা‘, ‘মদন গড়াইয়ের মৃত্যুর সিবিআই তদন্ত চাই’ প্রভৃতি। [

সল্টলেকে ভস্মীভূত দুর্গার নমুনা নিল ফরেন্সিক দল

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) :বুধবার দ্বাদশীর দিন হঠাৎই সল্টলেকের এফডি ব্লকের পুজো মণ্ডপে লেগে যায় আগুন। অল্প সময়ের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে মণ্ডপ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ৩ টি ইঞ্জিন। যদিও শেষ রক্ষা হয় না সবটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রতিমা সহ মন্ডপ। অবশেষে ভস্মীভূত দুর্গার নমুনা নিল ফরেন্সিক দল।

নমুনা সংগ্রহের পর আগুন লাগার প্রসঙ্গে ফরেন্সিক দফতরের আধিকারিক জানান, ”শর্ট সার্কিট কিনা বলা সম্ভব না। আমরা পোড়া তার ও পোড়া থার্মোকেলের নমুনা সংগ্রহ করেছি। আমাদের ল্যাবে পাঠাব। সায়েন্টিস্টরা পরীক্ষা করে আগুনের কারণ ও উৎস জানাবেন”।

অন্যদিকে আগুন লাগার প্রসঙ্গে সল্টলেক এফডি ব্লকের পুজো উদ্যোক্তাদের অভিযোগ ”আজ বিসর্জনের কথা ছিল বলে গতকাল রাতেই প্রায় সব আলো খুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে শর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে একী থেকে এই আগুন তার সঠিক তদন্ত চাই”। কিভাবে আগুন লাগলো কেনই বা লাগলো সবটা নিয়েই ঘনাচ্ছে রহস্য।

আগামী বছর থেকে কৃত্রিম জলাশয় প্রতিমা নিরঞ্জনের ভাবনা কলকাতা পুরসভার

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.): আগামী বছর থেকে কৃত্রিম জলাশয় দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন করতে চায় কলকাতা পুরসভা। মূলত গঙ্গা দূষণ এড়াতেই এহেন উদ্যোগ নিতে পারবেন কলকাতা পুজো উদ্যোক্তারা বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

তবে শুধুমাত্র কৃত্রিম জলাশয় নয় আগামী বছর গর্জন করা যাবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কৃত্রিম জলাশয় যাতে হোস পাইপ দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয় সেই দিকে জোর দিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। এই বিষয়ে ইতিমধ্যে নির্দেশিকা জারি করেছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। এই বছর ত্রিধারা পুজো কমিটি মণ্ডপের সামনে কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে হোস পাইপ দিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছিল। তার তদারকিতে ছিলেন পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য দেবাশীষ কুমার। আসন্ন বছরগুলিতে এভাবেই প্রতিমা নিরঞ্জনের পথে হাঁটার পরামর্শ দিয়েছে পুরসভা।

এই ত্রিধারা মডেল বাস্তবায়ন করার প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম জানান, ‘কৃত্রিম জলাশয় প্রতিমা রেখে অপরিশোধিত জল হোস পাইপ দিয়ে ছিটিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের দূষণ এড়ানো যাবে। এই নতুন পদ্ধতিটিকে কার্যকর কতটা করা যায় তা নিয়ে পৌরসভার প্রশাসক মন্ডলের বৈঠকে আলোচনা করা হবে। জাতীয় পরিবেশ আদালতের রায় কে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে সবার আগে বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের বিস্তারিত পরামর্শ নিতে হবে।’

প্রকাশিত ক্যাট-এর ফল

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : আজ কমন অ্যাডমিশন টেস্ট অর্থাৎ ক্যাট ২০২০ পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড প্রকাশ করল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) ইন্দোর। ২৯ নভেম্বর দেশের ১৫৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আইআইএম-এর সরকারি ওয়েবসাইটহৃদ্বত্বথৈঠথত্থৃদ্র এ অ্যাডমিট কার্ড প্রকাশ করা হয়। এদিন সন্ধ্যা থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাচ্ছে।যে সব শিক্ষার্থী বি স্কুল এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন তাঁরাহৃদ্বত্বথৈঠথত্থৃদ্র থেকে হল টিকিট ডাউনলোড করতে পারবেন।

পরীক্ষার সময়সীমা ১৮০ মিনিট। প্রতিটি বিভাগের জন্য পরীক্ষার্থীদের ৬০ মিনিট সময় দেওয়া হবে। পরীক্ষায় ভার্বাল এবিলিটি, রিডিং কম্প্রেহেনসন, ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন, লজিক্যাল রিজিনিং, কোয়ান্টিটেটিভ এবিলিটির প্রশ্ন থাকবে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আইআইএম ও বি স্কুলে এ বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট কোর্স পড়ার সুযোগ পাবেন।

৯১.৭৮ শতাংশ

আটের পাতার পর

৪ জনের, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৪৫১ জন। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,১৪,৯১৭ জন করোনা-রোগী (৯১.৭৮ শতাংশ)। মঙ্গলবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৭,৯১৬ জন।

সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে : প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : সেনাবাহিনীর হাত শক্ত করতে সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

বুধবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে দেশের সুরক্ষা এবং সার্বভৌম রক্ষার্থে সাফল্য অর্জন করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। স্বাধীনতার পর থেকে এই ধারা বজায় রয়েছে। সন্ত্রাসবাদ, অনুপ্রবেশ এবং বহিরাক্রমণ রোধে ক্রমাগত সাফল্য দেখিয়েছে সেনাবাহিনী। আগামীদিনের সেনাবাহিনীর হাত শক্ত করতে সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে কেন্দ্রীয় সরকার। সীমান্তবর্তী দুর্গম এলাকায় সড়ক পরিবহন যোগাযোগ আরো বেশি উন্নত করার লক্ষ্যে ক্রমাগত কাজ করে যাওয়া হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে চারদিনের একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে সেনাবাহিনীর তরফে। সম্মেলনের তৃতীয় দিনে বক্তব্য রাখেন রাজনাথ সিং। সম্মেলনের অন্তিম দিন অর্থাৎ চতুর্থ দিনে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন এর তরফ থেকে সীমান্তবর্তী এলাকায় যেসব সড়ক তৈরি করা হয়েছে তার খতিয়ান তুলে ধরা হবে। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভারতে জন্য বাইরের আক্রমণের বিপদ কতটা গুরুতর তা আলোচনা করে দেখা।

করোনায় আক্রান্ত স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত কেন্দ্রীয় বস্ত্র, শিশু ও নারী কল্যাণমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। বুধবার নিজেই টুইট করে এই কথা জানিয়েছেন তিনি। এক টুইট বার্তায় কেন্দ্রীয়মন্ত্রী তথা আমেঠির সাংসদ জানিয়েছেন, ” কি ভাবে ব্যক্ত করব বুঝতে পারছি না। সহজ কথায় বলি আমার করোনা হয়েছে। এই কদিনে যারা আমার সংস্পর্শে এসেছেন তাদের পরীক্ষা করা উচিত।”

উল্লেখ করা যেতে পারে বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবং গুজরাট বিধানসভা উপনির্বাচনে দলের হয়ে ক্রমাগত প্রচার করে গিয়েছিলেন স্মৃতি ইরানি। ২৪ অক্টোবর গুজরাটের ভোদদরায় একটি নির্বাচনী জনসভাকে সম্বোধন করেছিলেন। ২৬ অক্টোবর বিহারের বুদ্ধগয়ায় একটি জনসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন তিনি।

এর আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্রও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তারা প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছেন।

কাল কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা বাজারে বিকিকিনি জমজমাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ অক্টোবর।। শারদোৎসব শেষ হতে না হতেই এবার পালা ধন ও সমৃদ্ধির দেবী কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর। করুনা আবহে একের পর এক উৎসবে ভাটা পড়ছে, তবে মন্দের ভালো। দুর্গা পুজার দশমীর শেষ হতে না হতেই দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে ধনদেবী লক্ষ্মী পুজো। ৩০ অক্টোবর তথা আগামী শুক্রবার হচ্ছে লক্ষ্মী পূজা। প্রতি বাঙ্গালির ঘরে ঘরে পূজিত হন ধন ও সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মী। তবে এ বছর করোনা অতি মারির কারণে কাজ হীন মানুষজন কতটা ধন দেবীর আরাধনা করতে পারবেন তা সময়ই বলবে। তবে মৃৎ পাড়ায় চলছে শেষ তুলির টান।

তবে বিক্রেতারা জানিয়েছেন, এবছর করুনা নামক অতিমারির কারণে প্রতিমা তেমন বেশি তৈরি করেননি। যে শিল্পীরা অন্যান্য বছর ৪০০ থেকে ৫০০ লক্ষ্মী প্রতিমা তৈরি করতেন এবছর তারা ২০০ থেকে ৩০০ প্রতিমা তৈরি করেছেন। প্রতিমা তৈরির কাঁচামালের ও দাম অন্যান্য বছরের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে সব মিলিয়ে এবছর লক্ষ্মী প্রতিমা তৈরি করে মৃৎ পাড়ার মৃৎশিল্পীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। তারা যে প্রতিমা গুলি তৈরি করেছে সেগুলি বাজারে বাজার যত করে কতটুকু উপার্জন করতে পারবে। তাছাড়া অন্যান্য বছরের চেয়ে এবার কার প্রতিমার দাম যে একটু বেশি হবে তা তাদের কথায় স্পষ্ট।

সাব্রুমে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলেফা, ২৮ অক্টোবর।। সাব্রুমের চাতকছড়ি এলাকায় এক যুবক ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তার নাম সজল শীল। বয়স ১৯। জানা গিয়েছে বাড়ির পাশেই রাবার বাগানে সে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারের লোকজন মারফত জানা গিয়েছে গতকাল সে প্রতিমা বিসর্জনে গিয়েছিল। বন্ধুদের সাথে সে মদ্যপান করেছিল। বাড়িতে ফিরলে তার মা বকাঝকা দেয়। অপমানে সে বুধবার এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রেমিক

● **প্রথম পাতার পর**

দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এর ফলে প্রেমিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায়। বিষয়টি বারবার জানানো সত্ত্বেও সে সব ধরনের সম্পর্ক অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত ওই অসহায় যুবতী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ করে। তারপরও প্রেমিকের কাছ থেকে কোন ধরনের সার না পেয়ে বাধ্য হয়েই খোয়াই থানায় অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ দাস এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার এর জন্য তৎপরতা শুরু করেছে। সে পলাতক বলে জানা গিয়েছে।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

মাধ্যমে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন। দোষীর গ্রেফতার এবং চরম শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন সবাই। একাংশ শিল্পীগোষ্ঠী আজ পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ওই ঘটনার বিচার চেয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন।

এদিকে জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এত রাতে নির্জন এলাকায় ওই যুবতী কেন গিয়েছিলেন তা-ও তদন্ত করে দেখা হবে। পাশাপাশি, তদন্তের স্বার্থে ভাইরাল হওয়া ভিডিও পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা হবে, জানান তিনি।

মিজোরামে

● **প্রথম পাতার পর**

৬২ বছর এবং তিনি অন্যরোগে আক্রান্ত ছিলেন। জেডএমসি হাসপাতালে ১০ দিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তথ্য দফতর জানিয়েছে, করোনা স্বাস্থ্য বিধি মেনে তাঁর অন্তোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। প্রসঙ্গত, মিজোরাম-এ এখন পর্যন্ত ২৬০৭ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

উত্তর

● **প্রথম পাতার পর**

ভারতের সহায়তায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে মায়ানমার তৃতীয় দেশ। ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী দিল্লি।

আসছেন

● **প্রথম পাতার পর**

হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ত্রিপুরা সফর করে গেছেন।

দুই সাধু

● **প্রথম পাতার পর**

সূত্র ধরে পুলিশ তদন্তের কাজ এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্রে হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই পর্যটকসহ সাধারণ মানুষের মধ্যেও তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়

।ঊনকোটি তীর্থকেন্দ্র এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রশাসন ও নড়েচড়ে বসেছে।অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য তৎপরতা শুরু করেছে পুলিশ।বিশেষ করে ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্র এলাকায় এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্র এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অসামাজিক কাজকর্ম চলছে। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনার মধ্য দিয়ে তারই প্রমাণ বহন করছে।

প্রকল্পের

● **প্রথম পাতার পর**

অর্থনীতিতে এই প্রকল্প আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকোলের জন্য ভোকোল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যার অর্থ চারপাশে যা রয়েছে তার সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাওয়া। বর্তমানে রাজ্য সরকারও সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছে।

তাঁর কথায়, কৃষি ক্ষেত্র হচ্ছে যে কোনও রাজ্যের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। সরকার এই ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। খুব কম সময়ে এই সেক্টর রোজগার দিতে পারে। তিনি বলেন, রাজ্যে ভুট্টা চাষাবাদের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে অর্গানিক চাষাবাদের উপর জোর দিয়ে রাজ্যে ২ হাজার হেক্টর জমিতে অর্গানিক চাষ করা হচ্ছে। আরও ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে অর্গানিক চাষের পরিকল্পনা রয়েছে। মূলত প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা সরকার।

তিনি বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করাই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মুল কাজ। সপ্তাহে অন্তত পক্ষে একবার জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত করে প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা অবশ্যই করা প্রয়োজন। সরকারি সুযোগে সুবিধাগুলি সহজতরভাবে মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে। তবেই বিভিন্ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের স্বপ্নপূরণ সম্ভব হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পের মাধ্যমে গবাদি পশুর সংখ্যা যেমন বাড়বে তেমনি দুগ্ধ উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরও জানান, রাজ্য শূকর প্রজনন খামার স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ইতিমধ্যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এডিসি এলাকায় মাংস প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে নর্থ ইস্ট কাউন্সিল থেকে ১৪৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে আগ্রহী প্রাণী পালকরা উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

এদিন অনুষ্ঠানে ৫টি জেলার দপ্তর আধিকারিকদের হাতে তরল নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ ক্রায়োকেনে সংরক্ষিত লিঙ্গ নির্ধারিত সিমেন তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অতিথিগণ। এছাড়াও ৩৯ জন প্রশিক্ষিত কৃত্রিম প্রজনন কর্মীদের মধ্যে কৃত্রিম প্রজনন সামগ্রী এবং বাইসাইকেলের রেপ্লিকা তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে।

গৃহবধূকে

● **প্রথম পাতার পর**

ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।কুমারঘাট থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত আসামি পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে।আশঙ্কা করা হচ্ছে মহিলার মৃত্যু হয়েছে ভেবেই তার স্বামী দেহটি জমিতে ফেলে দিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই তাদের পারিবারিক কলহ চলছিল। পারিবারিক কলহের জেরে গৃহবধূকে পিটিয়ে হত্যার চেষ্টা করে তার স্বামী। গার্হস্থ্য হিংসা আর এহেন নজির প্রত্যক্ষ করে এলাকার মানুষজন রীতিমতো হতবাক। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই মহিলা। তবে তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। চিকিৎসকরা তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য যাবতীয় প্রয়াস নিয়েছেন। মহিলার বাপের বাড়ির তরফ থেকে অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্বামীকে

● **প্রথম পাতার পর**

বলেন, দীপঙ্করদের বাড়িতে অনেকের আনাগোনা ছিল। তাতে মানে হচ্ছে, পরকীয়ার জেরেই তাকে খুন করা হয়েছে। তাছাড়া তার স্ত্রী তাকে মারধর করলেও কখনও দীপঙ্করের শ্বশুর-শশুড়ি তাদের মীমাংসার জন্য এগিয়ে আসেননি। তাতে স্পষ্ট, স্বামীকে অত্যাচারের পেছনে মেয়েকে তার মা-বাবা ইন্ধন দিতেন। তাদের প্ররোচনায় স্বামীকে খুন করেছেন অনামিকা, অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা।

স্বামী খুনের অভিযুক্ত স্ত্রী অনামিকা জানিয়েছেন, গতকাল রাতে আহারের পর ঘরে ফিরে দেখেন দীপঙ্কর গলায় গামছা জড়িয়ে ঝুলে রয়েছেন। তখন স্বামীর গলা থেকে গামছা খুলে খাটে শুয়ে দিয়েছিলেন তিনি। অনামিকার দাবি, পরিবারের সকলে এসে তাকে এই অবস্থায় দেখে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, তার মৃত্যু কীভাবে এবং কী কারণে হয়েছে তা বুঝতে পারছেন না।

এদিকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় থানার পুলিশ অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধোঁয়াশা মিটবে পুলিশ আশা করছে। ওই খুনের পেছনে রহস্য উন্মোচনে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বন্দী

● **প্রথম পাতার পর**

পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫২.২৪ শতাংশ বলে জানিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

বুধবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল আরোরা জানিয়েছেন, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বিহারে প্রথম দফার ভোটগ্রহণে ভোট পড়েছে ৫২.২৪ শতাংশ। ২০১৫ সালে প্রথম দফার ভোটগ্রহণে ভোট পড়েছিল ৫৪.৯৪ শতাংশ। যদিও এখনও পূর্ণাঙ্গ শতাংশের হার হাতে আসেনি। তা আসতে সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন তিনি। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও রাজনৈতিক দল এবং সাধারন মানুষ যে সংযম দেখিয়েছে তার প্রশংসা করেছেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে বিহারের প্রথম দফার ভোট গ্রহণে ১৬টি জেলার ৭১টি আসনের জন্য হচ্ছে। ভাগ্য নির্ধারণ হবে ১০৬৬ জন প্রার্থীর। এরমধ্যে রাজ্যের আট মন্ত্রীসহ ৯৫২ জন পুরুষ প্রার্থী রয়েছে। মহিলা প্রার্থী সংখ্যা ১১৪।

প্রেমিকা

● **প্রথম পাতার পর**

এলাকার বেলছড়া এলাকার সৌমেন সাঁওতাল এর সঙ্গে প্রতিবেশী এক যুবতীর প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। মাঝখানে তাদের সম্পর্কে কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয়। প্রেমিক সৌমেন সাঁওতাল তার প্রেমিকার বাড়িতে গেলে সে এসিড নিক্ষেপ করে প্রেমিককে গুরুতরভাবে জখম করে।প্রেমিকার এসিড নিক্ষেপে গুরুতরভাবে জখম প্রেমিক সৌমেন সকলকে প্রথমে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।এসিড নিক্ষেপের ফলে তার দেহের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যাওয়া আশঙ্কাজনক অবস্থায় খোয়াই জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। অভিযুক্ত প্রেমিকার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকার মানুষজন জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

াঙ্গন

অস্ট্রেলিয়া সফরে কোহলিদের পরিবার থাকুক, চান সৌরভ

করোনাভাইরাসের মধ্যে এমনিতেই হাজারো নিয়মনীতির বেড়াজালে চলছে ক্রিকেট। সিরিজ খেলতে গিয়ে খেলোয়াড়দের জৈব সুরক্ষিত বলয়ের মধ্যে থাকার বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হচ্ছে। নিশ্চিত করতে হচ্ছে, খেলতে গিয়ে কোনোভাবেই যেন করোনা সংক্রমণ না ঘটে। খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করাটাই যেখানে বিশাল ঝক্কির কাজ, সেখানে তাঁদের পরিবারদের আমন্ত্রণ জানানোটাও বাড়তি যন্ত্রণা যেন। অস্ট্রেলিয়া কী কোহলিদের জন্য সেই যন্ত্রণা নিতে রাজি হবে? বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী কিন্তু বেশ আশাবাদী।

মরুরাজ্য আরব আমিরাতে বাজছে আইপিএলের দামামা। ভারতের সব ক্রিকেটার ফ্র্যাঞ্চাইজি এই টুর্নামেন্ট জয়ের লক্ষ্যে লড়ছেন প্রায় দেড় মাস ধরে। তবে শুধু ক্রিকেটই যে তাঁদের মাথায় আছে, তা কিন্তু নয়। করোনাভাইরাস যেন স্পর্শ না করে, সে লক্ষ্যে বেদবাক্যের মতো প্রোটোকল মেনে চলছেন প্রত্যেকে। জৈব-সুরক্ষিত বলয়ের মধ্যে থাকছেন সব সময়। এখানে অবশ্য পরিবার নিয়ে অত বেশি কড়াকড়ি করছে না বিসিসিআই। যে যে পরিবার নিয়ে আসতে চেয়েছেন, এসেছেন। বিরাট কোহলির কথাই ধরুন। ক্রিজে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ব্যাট করছেন বিরাট কোহলি, ওপরে ভিআইপি গ্যালারি থেকে স্ত্রী বলিউড তারকা আনুশকা শর্মা স্বামীকে প্রেরণা জোগাচ্ছেন, উদ্বুদ্ধ করছেন ভালো করার জন্য। এবার আইপিএলের মোটামুটি পরিচিত দৃশ্যই বলা চলে এটিকে। তবে আইপিএল শেষ হলেই অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ খেলতে যাওয়া ভারত দলের সঙ্গে পরিবার যাবে কি না, এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গাঙ্গুলীর মতে, কোহলিদের সঙ্গে পরিবার যাওয়া উচিত, 'খেলোয়াড়েরা এমনিতেই জৈব সুরক্ষিত বলয়ে গত ৮০ দিন ধরে আছে। তাঁদের সঙ্গে পরিবার না আসার কোনো কারণ দেখি না আমি। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ড চেষ্টা করছে যাতে আমাদের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁদের পরিবারকেও আনা যায়। দেখা যাক কি হয়। হয়তো পরিবারও যাবে খেলোয়াড়দের সঙ্গে।" অস্ট্রেলিয়ার সংবাদপত্র নিউ এইজ কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অস্ট্রেলিয়ায় করোনাভাইরাস প্রোটোকল কেমন হতে পারে তারও একটা ধারণা পাওয়া গিয়েছে গাঙ্গুলির কথা থেকে, "আপাতত যা বুঝতে পারছি, সফরের প্রথম অংশ সিডনিতে হবে। আমরা এখনো আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি জৈব সুরক্ষা বলয় ও মেডিকেল সংক্রান্ত ব্যাপারে, কারণ এটা একটা দীর্ঘ সফর হতে যাচ্ছে। আমাকে বলে হয়েছে অস্ট্রেলিয়া এখন কোভিড মুক্ত, খুব বেশি করোনাভাইরাস আক্রান্ত নেই সেখানে। সবকিছু যেন ঠিকঠাক হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্য আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।"কিছুদিন আগে ভারতীয় সংবাদপত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছিল, করোনার ঝুঁকি নিয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁদের পরিবার পাঠানোর কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না বিসিসিআই। ফলে আরব আমিরাত থেকে কোহলিরা সোজা অস্ট্রেলিয়ায় উড়াল দিলেও, আনুশকাদের ফিরতে হবে ভারতে। তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে সফর শুরু করবে ভারত। এরপর শুরু হবে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। এর মধ্যে অ্যাডিলেডে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রথম টেস্টটাই হবে দিনরাতের, খেলা হবে গোলাপি বলে।

হরলান্ডকে মেসির সঙ্গী হিসেবে যোগ্য মনে করেনি বার্সা

বার্সেলোনার বর্তমান কর্তাব্যক্তিরা খুব সম্ভবত এ মুহূর্তে ফুটবল দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি সমালোচিত। বিতর্কিত সব কর্মকাণ্ড তো আছেই, বিভিন্ন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েও সমর্থক ও ফুটবলপ্রেমীদের ক্ষোভের কারণ হয়েছেন তারা। লিওনেল মেসি থেকে শুরু করে বার্সেলোনার প্রায় সব খেলোয়াড়ই ক্লাব-কর্তাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ। মেসি তো সভাপতি বার্তোমেউয়ের কারণে বার্সেলোনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। বার্সেলোনা-কর্তাদের নিয়ে নিয়ে এবার নিজের ক্ষোভের কথা বললেন বার্সার সাবেক আন্তর্জাতিক ফুটবল পরামর্শক ও ক্রীড়া পরিচালক আরিয়েদো ব্রাইদা। জানালেন, দলবদল সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আনা হলেও, নিজের মতো কাজ করতে দেওয়া হয়নি তাঁকে।

ব্রাইদা জানিয়েছেন, বেশ কিছু তরুণ তারকাকে বার্সায় আনার জন্য পরামর্শ দিলেও বার্তোমেউরা কানেই তোলেননি সেসব কথা। এদের মধ্যে রয়েছেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের তরুণ স্ট্রাইকার আর্লিং ব্রট হরলান্ড। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্রাইদা বলেছেন, তাঁকে তাঁর মতো কাজ করতে দেওয়া হয়নি, 'তাঁরা আমাকে আমার কাজ করতে দেয়নি। আমি বেশ কিছু তরুণ খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করেছিলাম। আর্লিং ব্রট হরলান্ড যখন নরওয়েতে খেলত, তখনই আমি বার্সাকে বলেছিলাম ওকে কেনার জন্য। কিন্তু ক্লাব আমাকে মানা করে দিয়েছিল। তাঁরা বলেছিল, বার্সায় খেলার মতো যোগ্যতা হরলান্ডের নেই। আমি ইতালির বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলাম বার্সেলোনাকে। যেমন নিকোলো জানিওলো (এখন রোমায় খেলেন), কিংবা নিকোলো বারেল্লা (এখন ইন্টার মিলানে খেলেন)। কিন্তু আপনাকে যদি নিজের কাজটা ঠিকঠাক করতে দেওয়া না হয়, কোনো লাভ নেই। আমাকে একদম একঘরে করে রাখা হয়েছিল।'

আরিয়েদো ব্রাইদা নিজেও নিজের কর্মক্ষেত্রে কিংবদন্তি। এসি মিলানের মহাব্যবস্থাপক ও ক্রীড়া পরিচালক হিসেবে প্রায় সাতাশ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁর সময়েই মিলান কাটিয়েছে স্বর্ণসময়। কাকা, ক্লারেন্স সিডর্ফ, রুড খুলিত, মার্কো ফন বাস্তেন, ফ্রাঙ্ক রাইকার্ড, দিদা, আন্দ্রিই শেভচেঙ্কো, জর্জ উইয়াহ, কাফু, জভোনিমির বোবান, দেয়ান সাভিসেভিচ, মার্সেল দেশাই, অলিভার বিয়েরহফ, থিয়াগো সিলভা, আলেক্সান্ডার পাতো, রুই কস্তার মতো দুর্দান্ত বিদেশি খেলোয়াড়দের এই ব্রাইদাই এনেছিলেন মিলানে। হরলান্ড গত দেড় মৌসুম ধরে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন। বিশ্বে যেসব তরুণ স্ট্রাইকারদের এখন সবচেয়ে ভালো মনে করা হয়, হরলান্ডের নাম সে তালিকায় একদম ওপরের দিকেই থাকে। রেড বুল সালজবুর্গের হয়ে গোলের বন্যা বইয়ে দেওয়ার পর এই জানুয়ারিতেই যোগ দিয়েছেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ডে। সেখানেও চলছে তাঁর গোল-উৎসব। ডর্টমুন্ডে থাকলেও সামনের যেকোনো মৌসুমে যোগ দিতে পারেন রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ কিংবা জুভেন্টাসের মতো বড় কোনো ক্লাবে। হরলান্ডের এমন দুরন্ত ফর্ম দেখে এখন হয়তো বার্সার কর্তাব্যক্তিদের নিশ্চয়ই মনে হয় ব্রাইদার কথা শুনলেই লাভ হতো হয়তো!

এবারের লা লিগা জয় জিদানের সবচেয়ে সুখের দিন

জিনেদিন জিদানের সাফল্যে তাকিয়ে তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা দিনের কথা শুনলে অবাক হতেই হয়।

ফরাসি কিংবদন্তি কী জেতেননি! খেলোয়াড়ি জীবনে ক্লাবের হয়ে সিরি 'আ', লা লিগা, চ্যাম্পিয়নস লিগ, সুপার কাপসহ আরও বেশ কিছু শিরোপা জিতেছেন জিদান। দেশের হয়ে জিতেছেন বিশ্বকাপ। আর কোচ হওয়ার পর নিজেকে তুলেছেন অনন্য উচ্চতায়। সাবেক দল রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন টানা তিনবার। জিদান তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা দিনটা এসব সাফল্য থেকে বেছে নেবেনএমনটা ভেবে নেওয়াই স্বাভাবিক। ভুল।

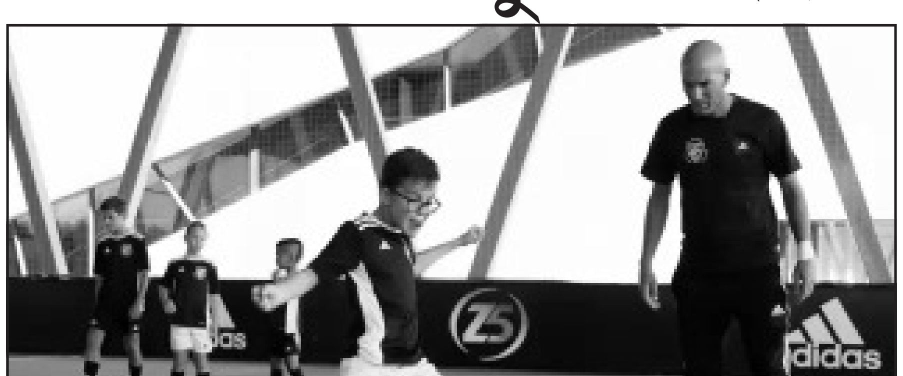

রিয়ালের কোচ হিসেবে সর্বশেষ শিরোপাজয় জিদানের ক্যারিয়ারের সেরা দিন। লা লিগার শেষ মৌসুমে রিয়ালকে শিরোপা জিতিয়েছেন জিদান। ফরাসি কিংবদন্তির ভাষায়, এটাই তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা দিন। যদিও ইউরোপসেরা হওয়াকেই সব সময় প্রাধান্য দিয়ে এসেছে রিয়াল। তার মানে লা লিগা জয়কে রিয়াল যে প্রাধান্য দেয় না তা নয়। এবার তো লিগের মহিমা ছিল আরও বেশি। করোনা মহামারির মধ্যে লা লিগার খেলা স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। খেলা আবার শুরু হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহে ভুগেছে রিয়াল শিবির। কিন্তু খেলা আবার মাঠে গড়ানোর পর পাল্টে যায় দৃশ্যপট। বার্সার পেছন থেকে উঠে এসে লিগ জিতে নেয় রিয়াল। জিদানের কাছে এভাবে লিগ জয়ের অনুভূতিই বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে।সংবাদ সংস্থা এএফপিকে জিদান বলেন, 'আমরা অনেক উঁচুতে (লা লিগা জয়) লক্ষ্যস্থির করেছিলাম। (করোনা মহামারির জন্য) খেলা স্থগিত হওয়ার পর আমরা ভেবেছিলাম আর মাঠে নামতে পারব না। পরিস্থিতি তখন সেরকমই ছিল। শেষ পর্যন্ত লা লিগা জিততে পেরেছি এবং এটা আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের দিন।'এবারের মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলো থেকে বাদ পড়াটা রিয়ালের জন্য হতাশার।

তাঁর চেয়ে বয়স কম ছিল মাত্র দুজনের

পাকিস্তানের বিপক্ষে সাউদাম্পটনে নামার আগে মাত্র সাতটি টেস্ট খেলেছেন। নামের প্রতি খুব বেশি সুবিচার করতে পারছিলেন না জ্যাক ক্রলি। অবশেষে ক্রলির ব্যাটে আস্থা খুঁজে পেতে শুরু করেছে ইংল্যান্ড। শুধু তাই নয়, ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিকে ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে গেছেন ডাবল সেঞ্চুরিতে। এরই মধ্যে একটা মাইলফলকেও পৌঁছে গেছেন এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ইংল্যান্ডের তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ ডাবল সেঞ্চুরিয়ান ক্রলি।ট্রিপল সেঞ্চুরির আশাও দেখছিলেন ক্রলি। দারুণ ব্যাট করে আড়াই শও ছুঁয়ে ফেলেছিলেন। মাত্র ৪১ বলে ২০০ থেকে ২৫০-এ পৌঁছে গিয়েছিলেন। ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিকে ট্রিপল সেঞ্চুরিতে নেওয়ার ছোট তালিকাতেও ঢুকে যাবেন বলে মনে হচ্ছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ট্রিপল সেঞ্চুরির স্বপ্নটাকে ভেস্তে দিয়েছেন পাকিস্তানি পার্ট টাইম স্পিনার আসাদ শফিক। আউট হওয়ার আগে ক্রলি নামের পাশে জমা করেছেন ২৬৭ রান। ক্রলির এই কীর্তির পরপরই টুইট করেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী, 'অবশেষে তিন নম্বর পজিশনে একজন অসাধারণ ব্যাটসম্যানকে খুঁজে পেয়েছে ইংল্যান্ড। একদম জাত ক্রিকেটার ও। আশা করি সব ফরম্যাটেই তাকে নিয়মিত দেখতে পাব।'আজকের এই ইনিংসের সময় ক্রলির বয়স ২২ বছর ২০১ দিন। তাঁর চেয়ে কম বয়সে ইংল্যান্ডের হয়ে এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন শুধু কিংবদন্তি লেন হাটন (২২ বছর ৫৮ দিন) ও ডেভিড গাওয়ার (২২ বছর ১০২ দিন)। আরেকটি কীর্তিও গড়েছেন ক্রলি। পাকিস্তানের বিপক্ষে ডাবল সেঞ্চুরি করা চতুর্থ ইংলিশ ব্যাটসম্যান তিনি। এর আগে এ কীর্তি ছিল টেড ডেক্সটার, অ্যালিস্টার কুক ও বর্তমান অধিনায়ক জো রুটের। ক্রলির কীর্তি আছে আরও একটাইংল্যান্ডের সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রথম সেঞ্চুরিকে ডাবল সেঞ্চুরিতে রূপ দিয়েছেন। ক্রলির গুরু ও স্কাই স্পোর্টসের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ রব কিও এই তালিকায় আছেন। তিনি লর্ডসে ২০০৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে করেছিলেন ২২১ রান।

Miss. Ashima.

শিশুটির নাম অসীমা।

পিতার নাম জানা নেই, মাতার নাম সবিতা সরকার। জন্মের তারিখ ০১-০৯-২০২০, উপরের ছবিতে চিহ্নিত শিশুটি বর্তমানে নতুননগর বিশেষ শিশু দত্তক গৃহে রয়েছে। এই শিশুটির প্রতি তার পিতা/মাতার কোন দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অন্যথায় এই শিশুটিকে পরিত্যক্ত শিশু হিসাবে গণ্য করা হবে। যোগাযোগ ঠিকানা আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট। বাধারঘাট পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০৩, ফোন - ৯৮৬২০০৪৯১৯/ ৯৬১২৩৪০৪৭৬।

স্বাঃ- অস্পষ্ট
জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক
জেলা সমাজ শিক্ষা পরিদর্শকের কার্যালয়
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা
বাধারঘাট, আগরতলা

ICA-D-758/20

ADVERTISEMENT

Application is invited as per prescribe format from the suitable candidates for recruitment to the post of District Programme Officer purely on contractual basis for 1(One) year under Disaster Management Authority, Dhalai District. Tripura. Interested candidates may submit applications to the office of the DM & Collector, Dhalai District, Jawaharnagar, Tripura within 13th November'2020 during office hours alongwith relevant documents. The details of the advertisement and terms & conditions of the post alongwith format of application are available in the web portal of the District Administration, Dhalai (http://www.dhalai.gov.in) and in the Notice Board of the office of the DM & Collector, Dhalai Distric.

ICA/D-757/2020-21
(Govekar Mayur Ratial, IAS)
District Magi & Collector, Dhalai
District: Ja aharnagar.

No.F.3 (65)-DDH/G /2020-21/1035-36
Dated, the Udaipur 27th Oct'2020.

ADDENDUM

Consequent upon the situation as well as to facilitate the bidders in the tender process of the PNIT vide No.F.3 (65)-DDH/G / 2020-21/1022,dt.20.10.2020 for procurement of Rooted cutting Dragon fruit planting materials a seperate additional tender dropping box will be kept in the office of the Directorate of Horticulture & Soil Conservation, Paradise Choumohani, Agartala, Tripura. . All other terms & condition will remain unchanged.

ICA/C-1947/2020-21
(Dipankar Deb)
Deputy Director of Horticulture
Gomati District, Udaipur

PNIeT No:-061EE/MWS/SD/AGT/2020-2I
Item rated e-tender in single bid is invited for the following work:-

Sl. No.	DNIeT No.	Name of the work & Location	Estimated cost put to bid	Earnest money	Period of Completion	Deadline for online biding.	Pre-bid meeting	Place, Time & date for opening of bid in/c BOQ	Website for online biding.	Class of bidder	Cost of bid documents
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	09/SE/DWSC/AGT/2020-21	*Procurement of ERW Pipes of different diameter for DTW Schemes in Tripura during the year 2020-21/ S.H. Slotting of ERW pipe.(Group-III)*	₹ 36,50,000.00	₹ 36,500.00	05 (Five) months	Upto 3.00 P.M on 11/11/2020	12.00 AM on 31/10/2020	O/O the Executive Engineer, DWS Store Division Agartala on 11/11/2020 at 4.00 P.M. (if possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class/Category as per NIeT	₹ 1,000.00

All details can be seen in the office of the undersigned. NB:- This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the website www.tripuratenders.gov.in.
For details please visit www.tripuratenders.gov.in
ICA/C-1950/2020-21

For and on behalf of Governor of Tripura
(Executive Engineer)
DWS Store Division, Nandan Nagar,
Agartala West Tripura

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 19/EHAGRI)/S/2020-21 , dated 22/10/2020

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (South), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Government of Tripura, Udaipur, Gomati invites Percentage Rate e-Tenders from the eligible bidders Up to 07/11/2020 at 10:00 AM for the following work:

SI. No.	e-D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening
1.	49/EE/AGRI/SOUH /2020-71	Rs. 3,12,476/-	Rs. 3,125/-	Up to 07/11/ 2020 at 10:00 AM	On 07/11 /2020 at 11:00 AM (if possible)

For details, please visit in, et, ite www.tripuratenders.gov.in and contact 03821-222486.
ICA/C-1953/2020-21

(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer (South),
Department of Agriculture & Farmers
Welfare, Udaipur, Gomati.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ফের সাফল্য, মধ্য কাশ্মীরে এনকাউন্টারে নিকেশ দু’’জন জঙ্গি

শ্রীনগর, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু’’জন জঙ্গি। বদগাম জেলার আরিবাগ মাচামা এলাকার ঘটনা। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় বদগাম জেলার আরিবাগ মাচামা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী।

বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ এবং সেনাবাহিনীর যৌথ বাহিনী। প্রায় দু’’ঘন্টা অভিযান চলার পর, রাত ন’টা থেকে সুরক্ষা বাহিনী এবং জঙ্গিদের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। বেশ কয়েকঘন্টা লড়াইয়ের পর সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু’’জন জঙ্গি। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

ভারতে ১০.৫৪ কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা ক্রমশই বাড়ছে

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): এক ধাক্কায় ভারতে ফের অনেকটাই বাড়ল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে ১০.৫৪ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১০, ৫৪,৮৭,৬৮০-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০.৬৬ লক্ষ করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ অক্টোবর (মঙ্গলবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৬৬,৭৮৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১০,৫৪,৮৭,৬৮০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সুস্থতার সংখ্যা বাড়লেও, ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্ত ১,২০, ০১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৫০৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭,২৫, ৯৫,০৯। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৬,১০, ৮০৩ জন করোনা-রোগী।

৪ বেড়ে তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত ১,৩১৯, সুস্থতা ৯১.৭৮ শতাংশ

হায়দরাবাদ, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যু কমছে তেলেঙ্গানায়। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৪৮১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৪ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, ২,৩৪,১৫২ লক্ষ এবং ১, ৩১৯। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ৯১.৭৮ শতাংশ।

বুধবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৪৮১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনার প্রকোপ নিম্নমুখী ভারতে, মৃত্যু বেড়ে ১,২০,০১০

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ ধীরে ধীরে কমছে ভারতে। বিগত কয়েকদিন ধরে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ নিম্নমুখী, কমছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও। তবে, কোভিড-১৯ ভাইরাসের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা এখনও বাকি আছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮০-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭৯,৯০,৩২২-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৪০ হাজার ছাড়িয়ে শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৩, ৮৯৩ জন।

বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,২০,০১০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৫৮,৪৩৯ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭২,৫৯, ৫০৯ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ১০ হাজার ৮০৩ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ১৫,০৫৪ জন। ২৭ অক্টোবর (মঙ্গলবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৬৬,৭৮৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ১০,৬৬,৭৮৬টি স্যাম্পেলের মধ্যে পজিটিভ এসেছে ৪৩,৮৯৩টি স্যাম্পেল, বাকিগুলি নেগেটিভ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ভারতে ১০,৫৪,৮৭,৬৮০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মিষ্টির দামে কপালে ভাঁজ মধ্যবিত্তের

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.): তোদের প্রমোশনের মূল্যবৃদ্ধির ফলে দাম বাড়ছে মিষ্টির। উৎসব শেষে বিজয়ার মুহূর্তে তাই মিষ্টি কিনতে নাজেহাল অবস্থা মধ্যবিত্ত বাঙালির। যা স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তা বাড়াচ্ছে মিষ্টি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে আম জনতার। যার ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালি ও সমস্যায় পড়েছে দশমীর শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে।

বাজার বলছে এবার রেকর্ড দামে বিকিয়েছে দুধ। করোনা আবহে শহরের যাদব সম্প্রদায়ের মানুষ বিহারে ফিরে যাওয়ার কারণে জোগানে টান পড়ায় উৎসবের শুরুতে এক লিটার গরুর দুধ বিক্রি হয়েছে ১০০ টাকা লিটার। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। চলতি সপ্তাহে গরুর দুধ ৫৫ থেকে ৬০ এবং মোষের দুধ ৭০ টাকায় বিকিয়েছে লিটার পিছু।

সাধারণত, কলকাতায় দুধের জোগান আসে মূলত জোড়াসাঁকো, নতুনবাজার, হাজরা ও শিয়ালদহের পাইকারি বাজার থেকে। এছাড়াও ডানকুনি, খড়দহ, টিটাগড়, হাবরা, অশোকনগর, হৃদয়পুর, আমতলা, বারুইপুরের মতো শহরতলি থেকেও আসে খাটাল মালিকদের সরবরাহ। তাঁরা দুধ বিক্রি করেন প্রতিদিন নিত্যনতুন দামে।

এদিকে জানা যাচ্ছে কিছুদিন আগেই বেড়েছে প্যাকেট দুধের দাম। মোটামুটি প্রতি লিটারে দুই থেকে চার টাকা পর্যন্ত দাম বাড়ানো হয়েছে। তার উপর খোলা বাজারে গরু বা মোষের এক লিটার দুধের দামও ঊর্ধ্বমুখী। কোম্পানির ভিত্তিতে দামে সামান্য ফারাক থাকলেও মোটামুটি ৫০ থেকে ৫৬ টাকায় প্যাকেটজাত এক লিটার দুধ বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু খোলা বাজারে গরু বা মোষের দুধের দামের কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

শমী উদযাপনে বাঙালি প্রথম উপকরণই হলো মিষ্টি। একে অপরকে মিষ্টিমুখ করিয়েই বাঙালি আনন্দে মেতে ওঠে বিজয়া দশমীতে। দশমী কাটতে না কাটতেই বাঙালি কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা নিয়ে মেতে ওঠে। আর এই সময় মিষ্টির অস্বাভাবিক দাম চিন্তায় ফেলেছে মধ্যবিত্ত বাঙালিকে। এদিকে, খোলাবাজারে দুধের দাম নিয়ন্ত্রণে কোনও সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকায় বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। যার প্রভাবে দুধ জাত দ্রব্যের দামও ঊর্ধ্বমুখী।

সংকটজনক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : এখনও সংকটজনক বর্ষিয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা। অসুস্থ শরীর নিয়ে অভিনেতা ভর্তি বেলভিউ হাসপাতালে। মস্তিষ্ক ঠিকঠাক কাজ না করায় উদ্বেগ বাড়ছে অভিনেতার বুধবার এমনটাই খবর বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে।

বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে আরও খবর, এখনও ভেন্টিলেশনে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। কিডনির সমস্যা রয়েছে, বাড়ছে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন। স্নায়ু সচেতনতা একেবারে আশাপ্রদ নয়। ভাবাচ্ছে অভিনেতার সেকেন্ডারি ইনফেকশ। মস্তিষ্ক ঠিকঠাক কাজ না করায় উদ্বেগ বাড়ছে। তবে, মঙ্গলবার রাতে ভাল ঘুম হয়েছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। অভিনেতার ফুসফুসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে। উল্লেখ্য,গত ৬ অক্টোবর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যখন অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন। এমনকি যখন ভর্তি করা হয়েছিল তখন মৃদু জ্বর ছিল তার। হাসপাতালে ভর্তির পর তার জ্বর কমে যায়। অক্সিজেনের মাত্রাও তখন স্বাভাবিক ছিল। যদিও তারপরে শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা হতে শুরু করায় শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় অভিনেতার। তবে, এরপর অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠেন অভিনেতা। কিন্তু বর্তমানে অভিনেতার শারীরিক অবস্থা সংকটজনক।

পেঁয়াজের অতিরিক্ত দামে চোখে জল শহরবাসীর

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.) : যত দিন বাড়ছে ততোই দাম বাড়ছে পেঁয়াজের। পুজোর মরসুমে পেঁয়াজের অত্যাধিক দামে নাজেহাল শহরবাসী। কিভাবে সম্ভব পেঁয়াজ কেনা সেই চিন্তায় পড়েছে ক্রেতারা। বুধবার কোথাওও ৮০ টাকা কোথাও ৯০ টাকা পেঁয়াজের অত্যধিক দামে চোখে জল শহরবাসীর। গত এক সপ্তাহে মাত্রাছাড়া দাম বেড়েছে পেঁয়াজের। পুজো শেষ হতেই যেখানে এত দাম বেড়েছে পেঁয়াজের সেখানে এখনো বাকি লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো তখন কোথায় দাঁড়াবে পেঁয়াজের দাম সেই চিন্তায় পড়েছে অনেকেই। পেঁয়াজের পাশাপাশি দাম বেড়েছে সবজিরও। শহরের বাজারে কোথাও টমেটো বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকায়। কোথাও আবার পটল বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকায়।

বুধবার আগরতলায় উন্নয়ন গোধন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর মন্ত্রী। ছবি-নিজস্ব।

কাশ্মীরে কেউ যদি তেরঙ্গা উত্তোলনে বাধা দেয়, সে দেশদ্রোহী : সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.): ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছিলেন, ”চিনের সমর্থনে জম্মু ও কাশ্মীরে ফিরিয়ে আনা হবে ৩৭০ ধারা।” মেহবুবা মুফতি বলেছিলেন, ””জম্মু ও কাশ্মীরের ‘হৃত মর্যাদা’ এবং সাবেক পতাকা না-ফেরানো পর্যন্ত ভোটে লড়া বা তেরঙ্গা তোলায় তিনি উৎসাহিত নন।” জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন এই দুই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে ঘিরে দেশজুড়ে আলোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকেই ফারুক ও মেহবুবাকে ”রাষ্ট্রদ্রোহী” আখ্যা দিয়েছেন। এবার ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ এবং পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান মেহবুবা মুফতিকে ”দেশ-বিরোধী” আখ্যা দিলেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ”কাশ্মীরে কেউ যদি তেরঙ্গা উত্তোলনে বাধা দেয়, সে আসলে দেশদ্রোহী।” ফারুক ও মেহবুবা-সহ অন্যান্যদের তীব্র আক্রমণ করে শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত এদিন বলেছেন, ”যদি মেহবুবা মুফতি, ফারুক আব্দুল্লাহ এবং অন্যান্যরা চিনের সহায়তায় কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনতে চান, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। কাশ্মীরে কেউ যদি তেরঙ্গা উত্তোলনে বাধা দেয়, আমার মতে সে আসলে দেশদ্রোহী।” কেন্দ্রীয় সরকারের কী উচিত ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসা, এই প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় রাউত জানান, ”আমরা আগেও বলেছি, দেশে ইউনিফর্ম সিভিল কোড লাগু করা উচিত। যদি সরকার এমন কিছু নিয়ে আসে, তবে আমরাও সিদ্ধান্ত নেব।”

২ নভেম্বর থেকে স্নাতোকোত্তর স্তরে ভর্তি শুরু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি. স.): নভেম্বর মাসের ২ তারিখ থেকে শুরু হবে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির প্রক্রিয়া। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ১০ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে ভর্তির আবেদন পত্র পূরণ করে জমা দেওয়া যাবে। এরপর ভর্তির বাকি প্রক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেবে কর্তৃপক্ষ। পুজোর মধ্যেই বিভিন্ন বিভাগের স্নাতক স্তরের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা এবং তার ফলাফল প্রকাশ করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এরপর নভেম্বরের গোড়াতেই এম এ এম এসসি এবং এম কমে পড়ুয়া ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করল তারা। করোনা আবহে এবছর অনলাইনে পরীক্ষা হয়েছে চূড়ান্ত বর্ষের। ফল প্রকাশের পর দেখা গেছে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই বছরে ফার্স ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। এর পরেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশয় দেখা দিয়েছে এত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে কিভাবে স্নাতকোত্তর স্তরে আসন দেওয়া সম্ভব তা নিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, গত বছরের তুলনায় এ বছর বিএ ও বিএসসি বিভাগে ফার্স ক্লাসের পাস করা পড়ুয়ার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হতে গেলে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দের প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়। তবে চলতি বছরে করোনা পরিস্থিতির মধ্যে কিভাবে সে পরীক্ষা নেওয়া হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নিজস্ব ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করে নেওয়া সম্ভব হলেও বাইরের ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বরের ভিত্তিতে এতদিন ভর্তি নেওয়া হয়নি। তাই তাদের কিভাবে নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া যায় তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে অধ্যাপকদের মধ্যে। তবে আপাতত আবেদনপত্র পূরণের কাজ কিছুটা সেরে রাখতে চাইছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এরপর লক্ষ্মীপূজো এবং কালীপুজো মিটে গেলে সে ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে কিনা অথবা নেওয়া হলেও সে পরীক্ষা কিভাবে নেওয়া হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন অধ্যাপকরা।

এদিকে সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে এক বৈঠকে জানিয়েছেন নিজের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৮০শতাংশ ছাত্রছাত্রী এবং বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি করতে পারবে বিশ্ববিদ্যালয়। তবে এই ভর্তি-প্রক্রিয়া কি অনুপাতে হবে বা শিক্ষামন্ত্রী ঠিক করে দেওয়া অনুভূতি বা কিভাবে কার্যকর হবে তা নিয়ে আগামী সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।